

বাংলা

বালভারতী

চতুর্থ শ্রেণী





টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪x৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাক্ষ : অভ্যাস - 2116/(প্র.ক্র.43/16) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ 13.04.2026 -এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004



ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R.Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রীও উপলব্ধ হবে।

First Edition : 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যपुस्तक निर्मिती ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুणे-411004
এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিती ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের
অধীনে সুরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো অংশ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক
নির্মিती ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ গোপাল বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী বাংলা (বি.কা.)

বাংলা ভাষা সমিতি

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বম্ভর শিকদার, অধ্যক্ষ
শ্রী তপন পঞ্চানন সরকার, সদস্য
শ্রী শঙ্কর অমূল্য মণ্ডল, সদস্য
শ্রী মহিতোষ কালাচাঁদ মণ্ডল, সদস্য
শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস, সদস্য
শ্রী নারায়ণ দেবেন্দ্র মল্লিক, সদস্য
শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়, সদস্য
শ্রী জনক গোপাল সরকার, সদস্য
শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই, সদস্য
শ্রী নিখিন বিনয়ভূষণ হালদার, সদস্য
শ্রী তাপসরঞ্জন অসিত দাস, সদস্য
শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল, সদস্য
শ্রী নিত্যানন্দ রঞ্জন বাল্লা, সদস্য
শ্রী অজয় কার্তিক সরকার, সদস্য
শ্রীমতী সুনিতা বিধান বৈদ্য, সদস্য
শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধির সিকদার, নিমন্ত্রিত সদস্য
শ্রী সঞ্জিত সুকুমার সরকার, নিমন্ত্রিত সদস্য
শ্রী সঞ্জয় দুখিরাম মণ্ডল, নিমন্ত্রিত সদস্য
শ্রীমতী শুভশ্রী দে, নিমন্ত্রিত সদস্য
ডা. অলকা পোতদার, সদস্য-সচিব

গুণবত্তা সমীক্ষক

শ্রী সোমনাথ মহাপাত্র (গুণবত্তা পরীক্ষক)
অ্যাড. অরুন্ধতী মুখার্জী (আইন বিশেষজ্ঞ)
প্রো. অন্তরা চৌধুরী (CWSN বিশেষজ্ঞ)

মুখপৃষ্ঠ : শ্রী ভট্ট বাগলে
চিত্রাঙ্কন : শ্রীমতী শিল্পা দীক্ষিত
শ্রী লক্ষ্মীকান্ত বিজয় কালে
অক্ষরাঙ্কন- : সমৃদ্ধী,
ডিজাইনিং : পুণে
নির্মিती : শ্রীমতী মিতালী ম. শিতপ
প্র. মুখ্য নির্মিती অধিকারী
শ্রী রাজেন্দ্র পাণ্ডলোস্কর
নির্মিती অধিকারী
কাগজ : 70 জী.এস.এম. ক্রিমবোভ
মুদ্রণদেশ :
মুদ্রক :

প্রস্তাবনা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। তোমাদের হাতে বাংলা বালভারতী
চতুর্থ শ্রেণীর এই পাঠ্যপুস্তকটি তুলে দিতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে
আনন্দিত।

তৃতীয় শ্রেণীতে তোমরা শব্দ ও বাক্য পড়তে, লিখতে এবং বলতে
শিখেছ। এই চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে তোমরা নানারকম নতুন
গল্প, কবিতা, সংলাপ, ছবি, চিত্রবর্ণনা ও তথ্যভিত্তিক লেখা পড়ার
আনন্দ পাবে। এই বইয়ের পাঠগুলো তোমাদের চিন্তা ভাবনা করতে
শেখাবে, নতুন বিষয় বস্তু শিখতে সাহায্য করবে এবং এর মাধ্যমে
তোমাদের কল্পনাশক্তি আরও বিস্তৃত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলি তোমার হৃন্দময় ও সুরময় ভাবে
উপস্থাপন করতে পারবে। কবিতা পড়তে, বলতে এবং বন্ধুদের সঙ্গে
গাইতে তোমাদের ভালো লাগবে। কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে বা
গাইতে ভালো লাগবে, আবার কিছু গল্প পড়তে গিয়ে তোমরা নিজের
অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাবে। প্রতিটি পাঠ ও কবিতার সঙ্গে দেওয়া
রাঙিন ও কথোপকথনধর্মী ছবি ও বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করবে।
কখনও কখনও এই ছবিগুলি দেখে তোমরাও নিজের গল্প তৈরী করতে
পারবে। এই পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন শিরোনামের নীচে দেওয়া কাজগুলি
সম্পূর্ণ করলে তোমাদের ভাষাজ্ঞান আরও বিকশিত হবে। ‘শেনো ও
বলো’, ‘পড়ো ও বোঝো’, এসো শিখি, ‘খাঁখা’, ক্রিয়ার মাধ্যমে শিখি,
এই ধরনের বৈচিত্র্যময় অংশে দেওয়া বিভিন্ন কাজ সম্পূর্ণ করতে ও
লিখতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। এই অনুশীলনের মাধ্যমে
তোমাদের ভাষার দক্ষতাও উন্নত হবে। বইয়ের বিভিন্ন প্রকল্প ও কৃতি
কার্য করতে তোমরা অনেক আনন্দ পাবে।

এই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তোমরা বাড়িতে, স্কুলে ও পরিবেশে
কথা বলার সময় শুদ্ধ, সুন্দর ও প্রভাবশালী বাংলা ভাষা আত্মবিশ্বাসের
সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখবে। প্রিয় শিক্ষার্থীগণ, এই বইটি আনন্দ ও
আগ্রহ নিয়ে পড়ো এবং এর সকল পাঠ্যাংশ মনোযোগ দিয়ে বুঝে নাও।
শিক্ষার্থীগণ, তোমাদের শিক্ষাযাত্রার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা!

পুণে জমিনা
ॐ

পুণে

তারিখ : 19-04-2026

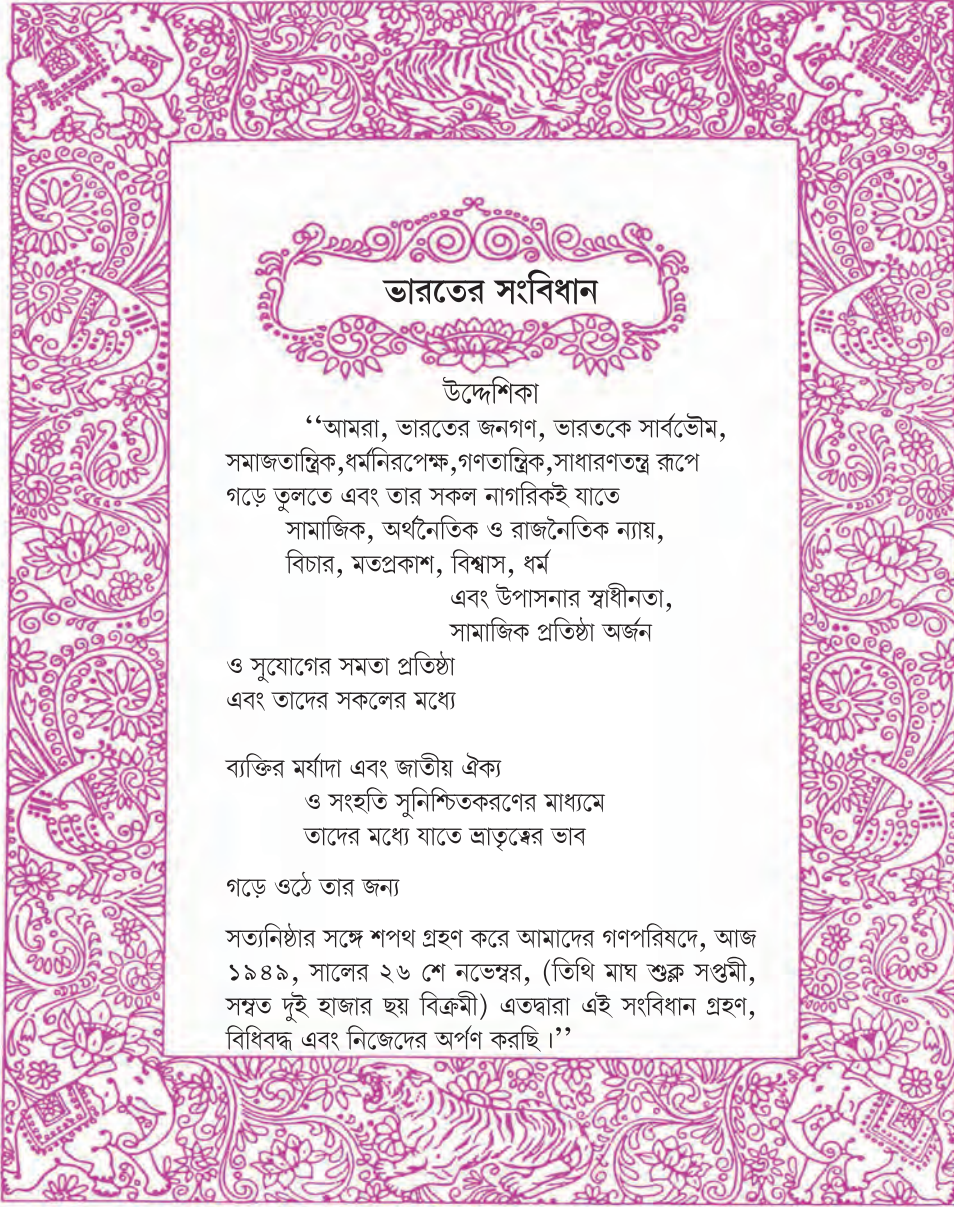
ভারতীয় সৌর : বৈশাখ শু. 3,
শকে 1948, অক্ষয় তৃতীয়া

(অনুরাধা ওক)

সঞ্চালক

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিती ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-4

প্রকাশক : শ্রী হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিती মণ্ডল, প্রতাদেবী, মুম্বাই-25



ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন

ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ
১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী,
সম্ভবত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ,
বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

ভারতের সংবিধান ভাগ ৪ক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে তাকে -

- সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।
- যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।
- ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বত হলে সাড়া দিতে হবে।
- ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।
- আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।
- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।
- জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।
- সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।
- মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা ।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ॥

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার
ভাই-বোন ।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি । আমার দেশের
সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর
আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি
সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি
সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও
দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো । তাদের কল্যাণ এবং
সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত ।

বাংলা বালভারতী : চতুর্থ শ্রেণী - অধ্যয়ন ফলাফল

দক্ষতা	অধ্যয়ন ফলাফল নম্বর	অধ্যয়ন ফলাফল	পৃষ্ঠা নম্বর
C-1.1	1.1.1	প্রসঙ্গ ঘটনা, পল্ল, গান, কবিতা এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এর সম্পর্কে সহপাঠীর সাথে সম্ভাষণ করে।	2, 3, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 25, 30, 33, 36, 46, 47, 50, 61
	1.1.2	গল্প, পাঠ্য, অনুচ্ছেদ, সংবাদ শোনে ও তার সম্পর্কে সমূহে চর্চা করে।	46, 62
	1.1.3	ঘটিত ঘটনা, প্রসঙ্গ ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুসংগতভাবে মত প্রকাশ করে।	8, 9, 29, 30, 33, 34, 57
	1.1.4	আট থেকে দশটি বাক্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একটি সংলাপ বোধগম্যতার সাথে উপস্থাপন করে।	12, 13, 14, 19, 24, 35, 47
C-1.2	1.2.1	বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য শোনে পড়ে ও তার মূল বিষয় বলে।	5, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 49, 57, 62,
	1.2.2	পাঠ্যের মূলভাব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।	73, 35
	1.2.3	সাহিত্যে ধারণাটি বর্ণনা করে।	2, 3, 20, 23, 25, 32, 40, 47, 48, 69, 70
	1.2.4	শ্রেণীকক্ষে পড়া সাহিত্যের, পাঠ্যবস্তুর সারসংক্ষেপ বলে।	27, 35
C-1.3	1.3.1	প্রদত্ত বস্তুর সম্পর্কে পাঁচ থেকে ছয় বাক্যে তথ্য বলে।	46, 47, 71
	1.3.2	উৎসব অনুষ্ঠান বিশিষ্টদিন প্রসঙ্গে শুভেচ্ছা জানায় এবং তথ্য বলে।	13, 14, 25, 45, 46
	1.3.3	বিদ্যালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রমে মৌখিক উপস্থাপন করে। (কবিতা, অভিনয়, গীত ইত্যাদি)	8, 9, 33, 34, 57, 73
	1.3.4	দেওয়া বিষয়ের উপর নিজের উপযুক্ত মতামত প্রকাশ করে।	6, 36, 71
C-2.1	2.1.1	পড়া পাঠ্যের (পদ্য ও গদ্য) ঘটনাগুলির সঠিক ক্রম বলে।	10, 19, 20, 32, 36
	2.1.2	পাঠ্যের প্রধান ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে বলে।	12, 13, 14, 31
	2.1.3	পাঠ্যের মধ্যে বিরামচিহ্নগুলির (পূর্ণচ্ছেদ, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, এককবর্তিত উদ্ধৃতি চিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন) ব্যবহার করে।	11, 15, 28, 47
	2.1.4	পঠিত পাঠ্যের বিষয়বস্তুর উপর অনুমান করে নিজের ভাষায় বলে।	21, 27
	2.1.5	পঠনের পাঠ্য সম্পর্কে চার থেকে পাঁচটি বাক্যে পরিণাম বা মতামত প্রকাশ করে।	4, 6, 10, 11, 26, 27, 31, 48, 61, 70
C-2.2	2.2.1	পঠনের বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ঘটনাপরিস্থিতি, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করে।	58, 59, 70
	2.2.2	পড়া পাঠ্যের চরিত্র ও প্রধান চরিত্র সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করে।	11, 36
	2.2.3	পঠিত সাহিত্যিক (গদ্যপদ্য) রচনার মূলভাব, পরিণাম বলে।	4, 5, 8, 9, 18, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 57, 61, 71
C-3.1	3.1.1	প্রদত্ত শব্দগুচ্ছ থেকে সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য তৈরী করে লেখে।	6, 7, 10, 11, 15, 10, 22, 28, 35, 39, 40, 41, 42, 50, 54, 55, 62
	3.1.2	পরিবেশের ঘটিত ঘটনাগুলির ক্রম সাজিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করে। নিজের মতামত উপসংহার করে।	8, 9, 30, 33, 34, 57
	3.1.3	অপরিচিত লেখাটি পড়ে শিরোনাম লেখে।	6, 20
	3.1.4	বিভিন্ন সাহিত্যপ্রকারের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতা চার থেকে পাঁচ বাক্যে প্রকাশ করে উপযুক্ত শিরোনাম দেয়।	10, 18, 19, 36, 48
C-3.2	3.2.1	প্রদত্ত পাঠ্যের মূল ধারণা ও বিষয় চিহ্নিত করে।	5, 8, 9, 29, 31, 33, 34, 44, 57, 66
	3.2.2	প্রদত্ত পাঠ্যের ঘটনার উপর ভিত্তি করে নিজের মতামত লেখে।	58, 64
	3.2.3	একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ছয় থেকে আটটি বাক্যে একটি স্পষ্ট এবং সুসংগত অনুচ্ছেদ লেখে।	11, 15, 47, 64
C-3.3	3.3.1	বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীরপত্র প্রস্তুত করে।	13, 25

	3.3.2	প্রদত্ত বিষয়ে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে এবং লেখে।	49, 82
	3.3.3	স্কুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য একটি আমন্ত্রণপত্র তৈরী করে।	45, 63, 72
	3.3.4	নিজের অভিজ্ঞতা সংলাপরূপে লেখন করে।	14, 20, 33, 64, 73
C-3.4	3.4.1	সটিক বিরামচিহ্নের (পূর্ণচ্ছেদ, স্বল্পচ্ছেদ, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়বোধক চিহ্ন, এক ও দ্বৈত উদ্ধৃতি চিহ্ন এবং যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দের ব্যবহার করে পাঁচ থেকে ছয় লাইনের মধ্যে পাঠ্য রচনা করে।	7, 11, 15, 20, 28, 47, 54, 63
	3.4.2	শুদ্ধলেখনের নিয়ম বিবেচনা করে শব্দ ও বাক্যরচনা করে।	14, 39, 80
	3.4.3	বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, কালের বিবেচনা করে পাঠ্য লেখন কর।	21, 27, 31, 32, 51,
C-4.1	4.1.1	সমার্থক এবং বিপরীত অর্থ শব্দের একটি তালিকা তৈরী করে।	5, 6, 19, 20, 27, 39, 44, 49, 58, 61
	4.1.2	একাধিক অর্থযুক্ত শব্দের সংগ্রহ করে।	22, 27, 32, 41, 59
	4.1.3	শব্দের অর্থ বুঝে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করে।	14, 86
	4.2.1	প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের মাধ্যমে শব্দচিত্র ও শব্দ খেলার সাহায্যে নতুন শব্দ সংগ্রহ করে।	1, 15, 16, 20, 22, 25, 32, 45, 46, 47
C-4.2	4.2.2	একটি শব্দের বিকল্পে অন্য শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লেখে।	19, 46, 65
	4.2.3	ভাষাগত খেলাধুলার মাধ্যমে আরও বেশি শব্দভাণ্ডার অর্জন করে।	41, 44
	4.2.4	পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্য সামগ্রীর মাধ্যমে, ভাষাগত খেলার সাহায্যে নতুন ও সৃজনশীল শব্দের সংগ্রহ বৃদ্ধি করে।	7, 19, 28
	4.2.5	শব্দধাঁধা সমাধান করে।	65, 82, 87
C-4.3	4.3.1	লোকসাহিত্য থেকে অজানা শব্দগুলির একটি তালিকা তৈরী করে।	46, 47
	4.3.2	শ্লোকের অপরিচিত শব্দগুলির অর্থ বিদ্যালয়ের অভিধান থেকে খুঁজে বের করে।	14, 46
	4.3.3	লোকসাহিত্য পড়ে অপরিচিত শব্দ খুঁজে বের করে এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।	24, 71
	4.3.4	পড়া লোকসাহিত্য নিজেস্ব ভাষায় বলে।	43, 73
C-5.1	5.1.1	গ্রন্থাগারের নানা বই সম্পর্কে জানে।	1, 23
	5.1.2	গ্রন্থাগারের বই ও পাঠ্যসাহিত্য নিজে তাদের প্রকার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করে।	1, 23, 59
	5.1.3.	বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিতভাবে পূরক ও অনুসন্ধানমূলক (তথ্যসূত্র) বইয়ের আদান প্রদান করে।	6, 7, 23, 32
C-5.2	5.1.3	গ্রন্থাগারের বই পড়ে তার পছন্দের অংশটি বলে।	7, 28
	5.2.2	অভিভাবক ও শিক্ষকের সাহায্যে ইলাইট্রেরির ব্যবহার করে।	22, 71
C-5.3	5.3.1	সংবাদপত্রের বিভিন্ন খবরের শিরোনামগুলি পড়ে।	59, 67
	5.3.2	পড়া খবরের ভিত্তিতে জিজ্ঞাস করা প্রশ্নের উত্তর দেয়।	15, 16, 67
	5.3.3	প্রাচীর ফলকে (ওয়াল বোর্ডে) সংবাদের কাটিংগুলি প্রদর্শন করে।	13, 16, 17, 67
	5.3.4	সহপাঠীদের শোনা ও পড়া খবর সম্পর্কে বলে।	67

পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন করানো অপরিহার্য। প্রত্যাশিত অধ্যয়ন ফলাফলের পাশে দেওয়া পৃষ্ঠা সংখ্যাগুলি ছাড়া অন্য পৃষ্ঠাগুলির তথ্যের মাধ্যমেও ঐ অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন হতে পারে - এই প্রচেষ্টা শিক্ষকদের করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত প্রতীকের পরিচয়



বলো



চর্চা করা।



লেখো।



পড়ো।



কৃতি করা।



সংকেত ভাষা

প্রিয় শিক্ষক / অভিভাবকবৃন্দ!

আপনারা জানেন যে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় পাঠ্যপুস্তকটি শুধু একটি উপকরণ ও মাধ্যম, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলির বিকাশে সহায়তা করে, যেগুলির বীজ তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই রয়েছে। আপনারা সকলের কাছে এই অনুরোধ যে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার করে এবং স্বাধীন ভাবে শিক্ষার্থীদের কক্ষ-কক্ষের চারিপাশের বিস্তৃত অসীম প্রকৃতির সাথে পরিচয় করাবেন। তাদের অনুসন্ধান-অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করবেন। তাদের নিজের কথা বলার সুযোগ দেবেন এবং সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংলাপে যুক্ত করবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী ভাষা জাতীয় উন্নয়নে এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ‘বিদ্যালয়ীন শিক্ষা পাঠ্যসূচী-২০২৪’ কে লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীদের ভাষা বিকাশের বাংলা ‘বালভারতী’ পাঠ্যপুস্তকটি প্রস্তুত করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা ‘বালভারতী’ এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের বিবেচনা করে ভাষার নতুন ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং বিনোদনের বিষয়বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত করে আপনারা সম্মুখে প্রস্তুত করা হলো। এই পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা, ঘর, পরিবার, পরিবেশের তথ্যকে ভিত্তি করে শ্রবণ, ভাষণ, কথোপকথন, পঠন ও লেখনের ভাষাগত দক্ষতার সঙ্গে মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, ক্রিয়াকলাপ ও উদ্যোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- সর্ব প্রথম সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তকটি আকলনসহ পঠন করবেন।
- কোন পাঠ্য শেখানোর পূর্বে পাঠ্যের নীচে দেওয়া পাঠন পরামর্শ পুস্তানুভাবে বুঝে অনুসরণ করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকটির প্রতীকচিহ্নগুলি বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।
- মনে রাখবেন যে এই পাঠ্যপুস্তকটির সম্পূর্ণ পাঠ্য উপাদানের উদ্দেশ্য হলো – শেখার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভাষাগত দক্ষতা বিকাশ করা, তার পাশাপাশি পাঠ্যের উদ্দেশ্য অনুসারে মূল্যবোধ, সংস্কার এবং জীবনদক্ষতা বিকাশ করা।
- পূর্বানুভব, দেখো, শোনো ও বলো, পড়ো ও বোঝো, এসো শিখি, পুনরাবৃত্তি, বোঝো ও লেখো, পর্যবেক্ষণ করো ও আবৃত্তি করো, উপক্রম প্রকল্প ইত্যাদি সম্পূর্ণ পাঠ একটি মনোরম পরিবেশে কার্যকলাপ এবং অনুশীলনী সম্পূর্ণ করবেন।
- কবিতা, গল্প ও সংলাপ এর অধ্যয়ন অভিজ্ঞতা প্রদানের সময় সঠিক উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি, তাল ও সুর, ছন্দ, আরোহ-অবরোহ এর দিকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য-দেবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত শিক্ষামূলক দক্ষতা এবং ফলাফলের উপর লক্ষ্য দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এগুলির বিকাশ ঘটাতে হবে।
- মনে রাখবেন যে এই পাঠ্যপুস্তকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলি শুধু সেই পাঠগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীর কল্পনা ও চিন্তা ভাবনা বিকাশের জন্য পাঠ্যের উপর ভিত্তি করে বহির্ভূত প্রশ্নগুলিও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে – এগুলি অনুশীলনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দেবেন।
- আমরা বিশ্বাস করি যে আপনারা সকলে পঠন, পাঠন ও শেখার ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকটি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি রুচি এবং আগ্রহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

বাংলা ‘বালভারতী’ এই পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রত্যেক পাতায় কিছু দেখো, লেখো, পড়ো, বোঝো, আঁকো, শোনো, বলো, কথাবার্তা, চর্চা, অভিনয় ইত্যাদি ক্রিয়ামূলক আয়কনের সমাবেশ করা হয়েছে। যেহেতু শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রথম ধাপেই, তাই এই ক্রিয়ামূলক আয়কনের মাধ্যমে বুঝতে সক্ষম হবে – যে তাকে কী করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি উপাদানগুলি অধ্যয়ন ফলাফলকে লক্ষ্য রেখে সমাবেশ করা হয়েছে এবং প্রতিটি পৃষ্ঠার নীচে পাঠন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যা শিক্ষক, অভিভাবক ও সুলভকদের পাঠন করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এছাড়া সার্বজনিক স্থল, পার্বন, ক্রিয়াকলাপ, শিল্পকলা, ধাঁধা, সংবাদপত্র, শক্তির উৎস এর মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ী ও বিনোদনের সাথে রুচিকর করতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষক ও অভিভাবক পাঠ্যপুস্তকের সামগ্রীর রচনামূলক ব্যবহার, উদ্দেশ্য এবং নির্দেশাবলীকে লক্ষ্য রেখে করবেন – যাতে পঠন-পাঠন কার্যকর হবে এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে ভাষা শিখবে।

পঠন-পাঠন করার সময় ‘বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু’(CWSN)দের জন্য সাংকেতিক চিহ্নের ভাষা এবং অন্য অনুপূরক অধ্যাপন পদ্ধতির ব্যবহার করবেন। তারা যে পদ্ধতিতে ব্যক্তি হতে পারে সেই পদ্ধতিতেই ব্যক্তি হওয়ার সুযোগ দেবেন। মাঝে-মাঝে তাদের দিকে নজর রেখে তাদের বিশেষ ভাবে উৎসাহ দেবেন। এই শিশুদের অধ্যাপন করার সময় ব্লাকবোর্ড বা অন্য দৃক-শ্রাব্য সাহিত্যের ব্যবহার করবেন।

সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ			দ্বিতীয় বিভাগ		
অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.	অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.
*	ই-গ্রন্থালয়	১	*	শিল্পকলা	২৩
১	সার্বজনিক স্থল	২	৬	পার্বণ	২৪
২	জন্মভূমি (কবিতা)	৪	৭	সবার আমি ছাত্র (কবিতা)	২৬
৩	বন্ধুর পরামর্শ	৮	৮	বিবেকানন্দের ছেলেবেলা	২৯
৪	শিক্ষক দিবস	১২	৯	বিপ্লবী সূর্যসেন	৩৩
৫	আরুণি (কবিতা)	১৮	১০	বই পড়ো (কবিতা)	৩৮
*	পুনরাবৃত্তি-১	২১	*	পুনরাবৃত্তি-২	৪৩
তৃতীয় বিভাগ			চতুর্থ বিভাগ		
অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.	অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃ. ক্র.
*	বার্ষিক উৎসব	৪৫	*	সংবাদ পত্র	৬৭
১১	লোক সংস্কৃতি	৪৬	১৬	শক্তির উৎস	৬৮
১২	মা (কবিতা)	৪৮	১৭	ভারত সঙ্গীত (কবিতা)	৭০
১৩	শিশির কুয়াশা মেঘ ও বৃষ্টি	৫২	১৮	বনভোজন	৭৪
১৪	খেলার মাঠ	৫৬	১৯	প্লাস্টিক দূষণ	৭৮
১৫	পাকাপাকি (কবিতা)	৬১	২০	দূরের পাল্লা (কবিতা)	৮৩
*	পুনরাবৃত্তি-৩	৬৫	*	পুনরাবৃত্তি-৪	৮৭



পূর্বানুভব : দেখো ও বলো

প্রথম বিভাগ



* ই-গ্রন্থালয়



পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং ছবিটির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? ছবিটি কোন বিষয়ে? • এ ধরনের ছবি তোমরা আর কোথাও দেখেছ কি? কোথায় দেখেছো? এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীদের বাচাল করতে চেষ্টা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সহজ ভাবে কথা বলতে পারে। • ভৌতিক লাইব্রেরী এবং ই-লাইব্রেরীর পার্থক্য বুঝাবেন। ই-লাইব্রেরীতে বইয়ের বিন্যাস বিতরণ ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী সুযোগ দেবেন।



দেখো ও বলো



১. সার্বজনিক স্থল





পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন। • ছবির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ছবি সম্পর্কে দলগতভাবে চর্চা করে তথ্য বলতে বলবেন। শিক্ষক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অনুপূরক অধ্যাপন পদ্ধতির ব্যবহার করবেন। তারা যে পদ্ধতিতে ব্যক্ত হতে পারে সেই পদ্ধতিতে ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেবেন। তাদের দিকে বিশেষ নজর রেখে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবেন।



২. জন্মভূমি



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জন্ম মা গো, তোমায় ভালোবেসে।
জানি নে তোর ধন রতন আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।

কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।



পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাইসূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন।



বলো :

- অ) আমাদের দেশের নাম কি?
- ব) তোমার জন্ম কোথায় হয়েছে?
- ক) তোমার জনম সার্থক কেন?
- ড) তোমরা চাঁদ দেখেছো কি?



নীচে দেওয়া শব্দের সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

- মাতৃভূমি - ■ প্রেম -
- জ্যোতি - ■ বিচলিত -



নীচে দেওয়া শব্দের বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

- অন্ধকার × ■ কান্না ×
- প্রথম × ■ নির্ধন ×



কবিতাটি আবৃত্তি করো।



কবিতাটি পড়ে নীচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দাও :

- অ) কবিতাটির নাম কি বলো?
- ব) কবি কাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন?
- ক) গগনে হেসে কি ওঠে?
- ড) কবির অঙ্গ কিসে জুড়ায়?



নীচের বাক্যগুলি পড়ে তোমার ভালো লাগা বাক্যের সামনে (✓) চিহ্ন দাও :

- গল্প ও কবিতা পড়তে ভালো লাগে।
- গল্প শুনতে ও লিখতে ভালো লাগে।
- ধাঁধা সমাধান করতে মজা লাগে।
- ছবি আঁকতে ভালো লাগে।
- অভিনয় ও নৃত্য পছন্দ হয়।



তোমার পাঠশালার অনুষ্ঠানে যে কোনো একটি গান ও গল্প প্রস্তুতকরো।



তোমার জন্মভূমির সম্বন্ধে কিছু তথ্য বলো।



তোমার নিজের ভাষায় একটি কবিতা লেখো ও তার শিরোনাম দাও।

.....

.....

.....

.....

.....



■ ‘চন্দ্র’ মানে শশী। চন্দ্রের আরো কিছু নাম খোঁজ করে নীচে লেখো।



■ নীচের ছবির বর্ণনা কমপক্ষে ৫টি বাক্যে করো।



.....

.....

.....

.....

.....



নীচের অসম্পূর্ণ পংক্তিগুলি সম্পূর্ণ করো।

- অ) সার্থক আমার জন্মেছি এই দেশে।
 ব) জানি নে তোর ধন আছে কি না রাণীর মতন।
 ক) কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে।
 ড) ওই আলোতে রেখে মুদব নয়ন শেষে।



সঠিক যতিচিহ্নসহ বাক্যগুলি পুনরায় লেখো।

কি অপূর্ব জন্মভূমির মাঠ নদী ও গাছপালা মন ভরে দেয়

.....

বাঃ আমরা সবাই জন্মভূমিকে ভালোবাসি

.....



■ নীচে দেওয়া শব্দের শেষ অক্ষর দিয়ে নতুন শব্দমালা তৈরী করো।

ধন	নভ	ভারত	তরকারি
• জন্ম			
• ফুল			
• চাঁদ			
• চোখ			



বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে তোমার পছন্দের কিছু কবিতা সংগ্রহ করে একটি পুস্তিকা তৈরী করো। তোমার সংগ্রহ করা কবিতা থেকে একটি কবিতার চার পংক্তি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখো।

.....



৩. বন্ধুর পরামর্শ



হরিহর নামে একজন ধনী চাষী ছিল। সে ছিল অত্যন্ত আলসে। হরিহর না যেত তার জমির চাষ-আবাদ দেখতে, না যেত খামার দেখাশোনা করতে। সে তার গরু-মোষগুলোর পর্যন্ত কোনো খোঁজ-খবর রাখত না। ঘর-সংসারের কাজকর্ম ও কিছু দেখাশোনা করত না। সব কাজ সে চাকর বাকরদের ভরসায় ছেড়ে দিয়ে অলসভাবে দিন কাটাত। তার অলসতা আর ভুল ব্যবস্থার ফলে সংসারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। তার চাষবাসের যেমন ক্ষতি হতে লাগল তেমনি গরুর দুধ-ঘি থেকেও কোনো লাভ হচ্ছিল না।

একদিন হরিহরের বন্ধু তিনকড়ি বাড়িতে বেড়াতে এলো। তিনকড়ি এসে হরিহরের ঘরের দুরবস্থা দেখে মনে ব্যথা পেলো। সে বুঝলো যে হরিহরকে মুখের কথায় বুঝালে সে তার স্বভাব বদলাবে না। তাই হরিহরকে ভালোর জন্য বললো, “ভাই তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার এই দুরবস্থা দূর করার এক সহজ উপায় আমার জানা আছে।”

হরিহর বলল, “দয়া করে তুমি সেই উপায় আমাকে বলে দাও। আমি নিশ্চয় তা পালন করব।” তিনকড়ি তখন হরিহরকে পাশে বসিয়ে বলল, “পাখিরা যখন ঘুম থেকেও জাগে না, তখন মানস সরোবর থেকে একটা সাদা রাজহাঁস রোজ এই পৃথিবীতে নেমে আসে আর দুপুর পর্যন্ত থাকে, তারপর আবার ফিরে যায়। কিন্তু ঠিক জানি না, হাঁসটা কবে আর কোথায় আসবে? তবে যে ব্যক্তি তার একবার দেখা পায়, তার কোনো দিন কোনো অভাব হয় না।”

হরিহর বলল, “যাই ঘটুক না কেন, আমি ওই হাঁসটাকে দেখবই।”

তিনকড়ি চলে গেল। হরিহর পরের দিনই খুব ভোরে উঠে পড়ল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁসের খোঁজে প্রথমে খামারের দিকে গেল তার নজরে পড়ল একটা লোক তার গোলা থেকে গম

বার করে নিজের বস্তায় ভরার চেষ্টা করছে। হরিহরকে দেখে লোকটা লজ্জা পেয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল।

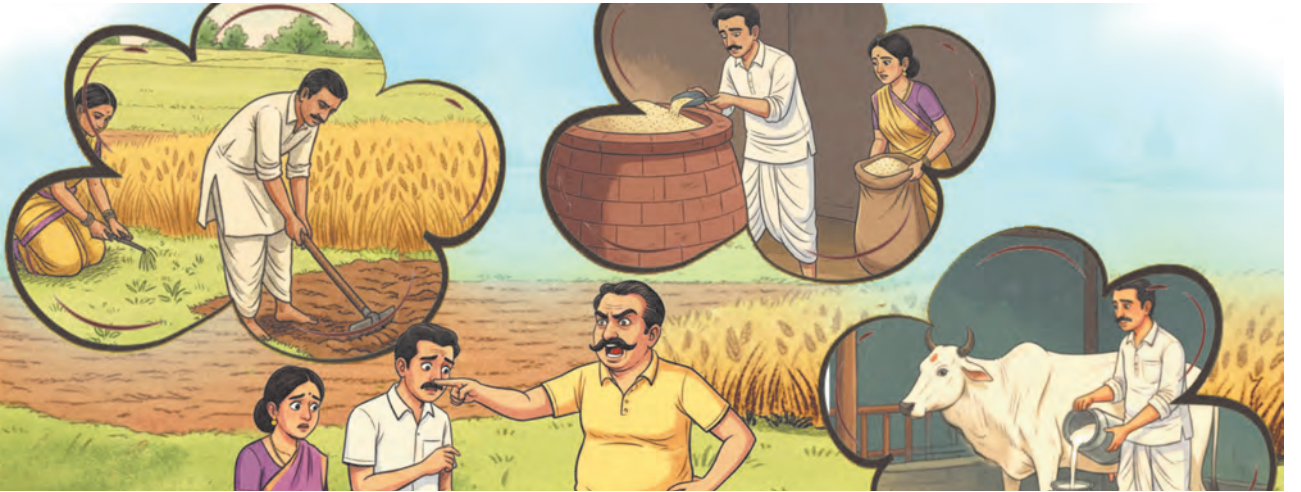
খামার থেকে হরিহর ঘরে ফিরে এল এবং গোয়ালের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলো রাখাল গরুর দুধ দুয়ে, তার বৌ-এর ঘটিতে ঢেলে দিচ্ছে। হরিহর রাখালকে খুব তিরস্কার করল। ঘরে এসে জলখাবার খেয়ে হাঁসের খোঁজে সে আবার বেরিয়ে পড়ল। এবার গেল সোজা জমির দিকে। হরিহর দেখলো খেতে এখন পর্যন্ত কোনো মজুর কাজ করতে আসেনি। সে ওখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর মজুরেরা যখন এল, তখন কাজে আসতে দেরি করার জন্য তাদের খুব বকাবকি করল। এইভাবে সে যেখানেই যায় সেখানেই চুরি কিংবা কাজে ফাঁকি লক্ষ্য করে।

সাদা হাঁসের খোঁজে হরিহর তখন রোজ ভোরে উঠতে লাগল আর চারিদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তখন থেকে তার কাজের লোকজন ঠিকমতো কাজ করতে লাগল। তার খামারে- গোয়ালে চুরি ও কাজে ফাঁকি ইত্যাদি সব বন্ধ হয়ে গেল। আগে সে অসুস্থ থাকত এখন তার স্বাস্থ্যও ভালো হয়ে গেল। যে জমিতে সে আগে দশ মন ধান পেত, এখন সেই জমি থেকে পঁচিশ মন ধান পেতে লাগল। গোয়াল থেকেও প্রচুর পরিমাণে দুধ পেতে লাগল।

বেশ কিছুদিন পরে তিনকড়ি আবার একদিন হরিহরের ঘরে এল। হরিহর বলল, “বন্ধু! সাদা হাঁস তো আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না কিন্তু হাঁসের খোঁজে গিয়ে আমার খুব উপকার হয়েছে।” তিনকড়ি হেসে বলল, “পরিশ্রম করাটাই আসলে সাদা হাঁস।”

যে নিজে নিজের কাজ দেখাশোনা না করে চাকর-বাকরদের উপর সব ছেড়ে দেয়, তার ক্ষতিই হয়। যে নিজে পরিশ্রম করে কাজের দেখাশোনা করে সে ধনসম্পত্তি এবং সম্মান- দুইই লাভ করে।



“পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি”

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন । • পাঠের সরব পাঠন করাবেন এবং গল্পের সারকথা নিয়ে চর্চা করবেন । • এধরনের জানা অন্য গল্প শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন। • গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া গেল, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলার জন্য সুযোগ দেবেন । • প্রতিটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অনুযায়ী পাঠ্যাংশের ঘটনার উপর ভিত্তি করে ৪ থেকে ৫ টি কৌতূহলী প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন।



বলো :

- অ) যারা জমি চাষ করে তাদের কী বলে?
- ব) তোমার প্রিয় বন্ধুর নাম কী?
- ক) তোমার পরিচিত গৃহপালিত প্রাণীর নাম বলো।
- ড) যেখানে গরু থাকে সেখানটাকে কী বলা হয়?



শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে বাক্যটি পড়ো।

- (অ) নামে একজন ধনী চাষী ছিলো।
- (ব) একদিন হরিহরের বন্ধু বাড়িতে এলো।
- (ক) হরিহর বলল, যাই না কেন, আমি ওই দেখবই।
- (ড) কাজে আসতে দেরি করার জন্য তাদের খুব করলো।



পাঠ্যের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে নম্বর দাও।

- (অ) হরিহর পরের দিনই খুব ভোরে উঠে পড়লো।
- (ব) হরিহর নামে একজন চাষী ছিলো।
- (ক) হরিহর রাখালকে খুব তিরস্কার করলো।
- (ড) তিনকড়ি আবার একদিন হরিহরের ঘরে এলো।

☐
☐
☐
☐


নীচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর বলো।

- (অ) তিনকড়ি মনে কেন ব্যথা পেলো?
- (ব) লোকটি হরিহরের কাছে ক্ষমা চাইল কেন?
- (ক) হরিহর কিসের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো?
- (ড) হরিহর তিনকড়িকে শেষে কি বললো?



কে কাকে বলেছিল লেখো।

কে কাকে

- (অ) “দয়া করে তুমি সেই উপায় আমাকে বলে দাও।”
- (ব) “পরিশ্রম করাটাই আসলে সাদা হাঁস।”



হরিহরের চরিত্র সম্বন্ধে শ্রেণীকক্ষে তোমার নিজের ভাষায় বলো।



সঠিক যতিচিহ্ন লাগিয়ে বাক্যটি পুনরায় লেখো।

হরিহর বলল বন্ধু সাদা হাঁসতো আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।



গরমের ছুটির সময়ে তোমার অভিজ্ঞতার একটি প্রসঙ্গ চার থেকে পাঁচ বাক্যে লেখো।



নীচের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করে নিজের ভাষায় চার থেকে পাঁচ বাক্যে লেখো।



শিরোনাম



শোনো, বলো ও কৃতি করো



৪. শিক্ষক দিবস



অতুল : মিটা, আজ বিদ্যালয়ে এত সাজসজ্জা কেন?

মিটা : আজ শিক্ষক দিবস। তাই আমরা আমাদের শিক্ষকদের সম্মান জানাব।

অতুল : আজ কেন শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে?

মিটা : কারণ আজ আমাদের শিক্ষকদের প্রতি সন্মান জানানোর একটা বিশেষ দিন।

অতুল : শিক্ষক দিবস কেন পালন করা হয়?

সুমন : শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং সমাজ গঠনে তাঁদের অসামান্য অবদানের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতেই শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

শিক্ষক : আজ তোমরা সবাই এত খুশি কেন?

সবাই : শুভ শিক্ষক দিবস, স্যার!

শিক্ষক : ধন্যবাদ! তোমাদের কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত।

অতুল : স্যার, আপনি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন।

- মিতা :** আপনি না থাকলে আমরা পড়াশোনা শিখতে পারতাম না।
- সুমন :** আমরা আপনাদেরকে খুব ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি, স্যার।
- শিক্ষক :** তোমরাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার।
- অতুল :** স্যার, ৫ই সেপ্টেম্বর এই দিনেই শিক্ষক দিবস কেন পালন করা হয়?
- শিক্ষক :** প্রথমবার ১৯৬২ সালে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এই দিনটি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট দার্শনিক ও মহান শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মবার্ষিকী। তাঁর অনুরোধে তাঁর জন্মদিন উদযাপনের পরিবর্তে ভারত সরকার প্রতি বছর ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই থেকে এই দিনটি শিক্ষকদের সম্মান জানানোর দিন হিসেবে পালন করা হয়।
- অতুল :** স্যার, বিশ্বের অন্য দেশগুলোতে ও কি এই দিনে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়?
- শিক্ষক :** না। বিশ্বজুড়ে শিক্ষক দিবস পালন করা হয় ৫ই অক্টোবর, যা ইউনেস্কোর উদ্যোগে নির্ধারিত। এই দিনে শিক্ষার উন্নয়ন ও গুরুত্ব তুলে ধরে।
- মিতা :** তাহলে আমরা প্রতিবছর শিক্ষক দিবস পালন করবো।
- শিক্ষক :** তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করলেই শিক্ষক দিবস সার্থক হবে।
- সবাই :** আমরা সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করব। “ধন্যবাদ স্যার! শুভ শিক্ষক দিবস!”



পাঠন পরামর্শ : শিক্ষার্থীদের নাট্যাভিনয়ের সংলাপ প্রতিযোগিতা আয়োজন করবেন। মুখভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি, হাত ও শরীরের ভঙ্গি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন। সংলাপের আবেগ অনুযায়ী ও লয় পরিবর্তন করতে বলবেন। যাচাই সূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবন, অভিব্যক্তি এবং আত্মবিশ্বাস যাচাই করবেন।



নীচের প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে একটি সংলাপ তৈরী করো।

গাছ ও কাঠুরে

গাছ :

কাঠুরে :

গাছ :

কাঠুরে :



তোমাদের বিদ্যালয়ে পালন করা অনুষ্ঠানগুলির সম্পর্কে নীচের তালিকায় তথ্য সংগ্রহ করো।

অনুষ্ঠানের নাম	তারিখ	বিশেষত্ব	বিবরণ



এই সংলাপে সবথেকে বেশি কে প্রশ্ন করে? তার জিজ্ঞাসা করা যে কোন একটি প্রশ্ন লেখো।

.....

.....



নীচের বাক্যগুলির শব্দ গুচ্ছের অর্থ বুঝে সঠিক ক্রমে শব্দ লিখে বাক্য গঠন করো।

- ভারতে শিক্ষক দিবস পালন করা হয় ১৯৬২ সালে।

.....

- ভারত সরকার প্রতি বছর শিক্ষক দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

.....

- শিক্ষক দিবস সার্থক হবে মন দিয়ে পড়াশোনা করলে।

.....



নীচের বিষয়ে ৬ থেকে ৮টি বাক্যে একটি সুসংগত অনুচ্ছেদ লেখো।

বালক দিবস

.....

.....

.....

.....

.....



নীচের বাক্যগুলিতে সঠিক যতিচিহ্ন লাগিয়ে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো।

- শুভ শিক্ষক দিবস স্যার

.....

.....

- মিতা আজ বিদ্যালয়ে এত সাজসজ্জা কেন

.....

.....



নীচের সংবাদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

বিদ্যালয়ে পালন হল-শিক্ষক দিবস

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সীতাপুর জেলা পরিষদ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মর্যাদা ও উৎসাহের সাথে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মানে ছাত্র-ছাত্রীর কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা ও গীত পরিবেশন করে। শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার বক্তব্যে সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে শিক্ষকবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করে।



(অ) এই সংবাদটি কোন বিদ্যালয়ের?

.....

.....



(ব) কার জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়?

.....

.....



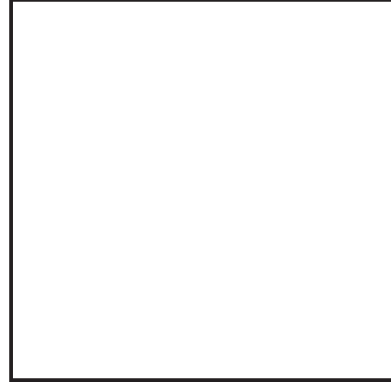
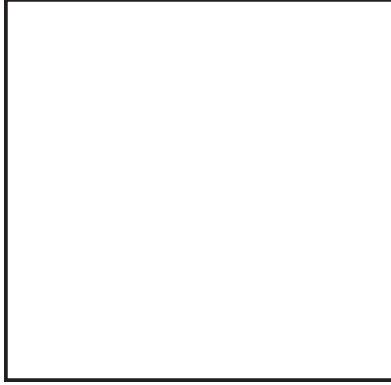
(ক) প্রধান শিক্ষক মহাশয় কী বক্তব্য দিলেন?

.....

.....



সংবাদপত্রিকা থেকে বিদ্যালয়ের উপর ভিত্তি করে যে কোন দুটি সংবাদ কেটে খালি জায়গায় লাগাও।



নীচের ছবিটির বর্ণনা নিজের ভাষায় করো।





* পোস্টার



- নীচে পরিবেশের সম্বন্ধে একটি পোস্টার দেওয়া হয়েছে। ওটা নিরীক্ষণ করো।
“কোরো না বৃক্ষ সংহার, বাঁচাও পৃথিবীর উপহার”



পাঠন পরামর্শ : উপরের পোস্টারটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। পোস্টারটির বিষয় ছবি এবং শ্লোগান (সমবেত ধ্বনি) তাদের বুঝিয়ে বলবেন। সমূহ তৈরী করে পোস্টারটির অন্য বিষয়ের সামগ্রী সূচী তৈরী করবেন। প্রত্যেক সমূহকে আলাদা বিষয় দিয়ে অন্য পোস্টার তৈরী করে নেবেন। বিদ্যালয়ে পোস্টারের প্রদর্শনী আয়োজন করবেন।



৫. আরুণি



কাশীরাম দাস

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল একজন,
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল তখন,
'ধান্য ক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া,
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখো গিয়া।'

আজ্ঞামাত্র শিষ্যবর করিল গমন,
ক্ষেত্র বাঁধিবারে জল করিল যতন।
কিন্তু বাঁধ ভাঙি যায় বেগভরে,
আপনি শুইল শিষ্য বাঁধের উপরে।

সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী,
না আইল শিষ্য, গুরু চলিলা আপনি।
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর,
শিষ্য বলে, 'শুয়ে আছি বাঁধের উপর।'

বহুযত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন,
আপনি শুইনু বাঁধে তাহার কারণ।
শুনিয়া বলিল গুরু 'আইস উঠিয়া।'
উঠি শিষ্য গুরুপদে প্রণমিল গিয়া।

আশিস করিল গুরু, 'হউক কল্যাণ,
চারিবেদে সর্বশাস্ত্রে হোক তব জ্ঞান।'
এত বলি বিদায় করিলা দ্বিজবর,
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥



পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাইসূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন।



বলো তো দেখি।

- গুরু কাকে বলে?
- গুরু আমাদের কী-কী শিক্ষা দেন?

- তুমি কি কখনো গুরুকুল দেখেছো?
- শিষ্যের প্রধান কর্তব্য কী?



নীচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খোঁজ করে লেখো।

শব্দ	সমার্থক শব্দ
আদেশ	
রাত	
ছাত্র	

শব্দ	সমার্থক শব্দ
যাওয়া	
আচার্য্য	
আশীর্বাদ	



নীচের শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করো।

কলম	→	মগ	→	গরম	→	মরাল
এখন	→		→		→	
বাঁধ	→		→		→	
হইল	→		→		→	
দিবস	→		→		→	



নীচের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো।

- ▶ গুরু ধান ক্ষেতে গিয়ে শিষ্যকে ডাকলেন।
- ▶ শিষ্য ধানক্ষেতে গেলো।
- ▶ গুরু শিষ্যকে আদেশ করলেন।
- ▶ গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করলেন।
- ▶ শিষ্য আল বাঁধবার জন্য শুয়ে পড়লো।



নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় বলো।

- অ) গুরুদেব শিষ্যকে কোথায় যাওয়ার কথা বললেন?
- ব) বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় শিষ্য কি করলো?
- ক) গুরুদেব ধানক্ষেতে কেনো গেলেন?
- ড) শিষ্য আল থেকে উঠে কি করলো?
- ই) শিষ্য আলের উপর শুইল কেনো?



নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে একটি সংলাপ তৈরী করো ও শিরোনাম দাও।

একদিন সকালে রাম বিদ্যালয় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হলো। রাস্তার মোড়ে এসে সে দেখে একটি কালো ব্যাগ মাটিতে পড়ে আছে। তার চারপাশে কিছুলোক দাঁড়িয়ে কি যেন বলাবলি করছিল। একজন বয়স্ক লোক পুলিশকে খবর দিলেন। পুলিশ এসে ব্যাগটি খুলে দেখলো ব্যাগটির ভিতরে কিছু বই আর কাপড় আছে। তখন সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এই কারণে সেদিন রামের বিদ্যালয়ে যেতে দেরি হলো। ঘটনাটি সে মীরার কাছে বলল।

শিরোনাম

.....

.....

.....

.....

.....



সঠিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো।

- অ) দীপু বললো দেখুন এটা ঠিক মানুষের মত দেখতে

.....

- ব) আজ আমরা বিদ্যালয়ে নতুন বই পেলাম

.....



নীচের বাক্যগুলির মধ্যে বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ও কাল চিনে আলাদা করে লেখো।

অ) লাল ফুলটি খুব সুন্দর !

(বিশেষণ চিনে লেখো) →

.....

আ) তারা মাঠে খেলছে।

(ক্রিয়াপদ চিনে লেখো) →

.....

ই) আমি বই পড়ি।

(কাল চিনে লেখো) →

.....



নীচের ছবিটির বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো।



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



‘আরুণি’ এই কবিতা থেকে তুমি যা বুঝেছো তোমার নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



নীচের বাক্যগুলি নির্দেশ অনুযায়ী কাল পরিবর্তন করো।

উপকারীদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। (বাক্যটি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে লেখো।)

অতীত কাল -

ভবিষ্যৎ কাল -



বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করে নীচের শব্দগুলির সমান অর্থ শব্দ খোঁজ করে লেখো।

সাজসজ্জা -

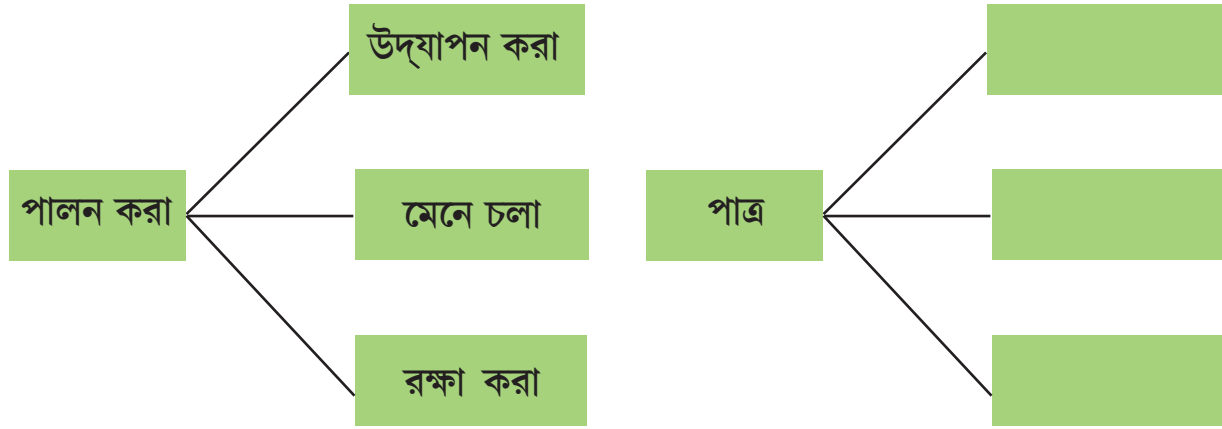
ত্যাগ -

অবদান -

উপহার -



নীচের শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থ জেনে নাও।



তোমার জানা শব্দ ব্যবহার করে অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করো।

● শুভ দিন।

● স্যার, আপনি আমাকে শিখিয়েছেন।



নীচের বাক্যগুলিতে দাগ দেওয়া শব্দের পদ নির্ণয় করো।

● আমরা আপনাদেরকে খুব ভালোবাসি।

● আমরা শিক্ষক দিবস পালন করি।

● তোমরা মন দিয়ে পড়াশোনা করো।



পূর্বানুভব : দেখো ও বলো

দ্বিতীয় বিভাগ



* শিল্পকলা



পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং ছবিটির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ছবিতে কি কি দেখা যাচ্ছে? ছবিটি কোন বিষয়ে? • এই রকমের ছবি তোমরা কোথাও দেখেছ কি? কোথায় দেখেছো? এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীদের বাচাল করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সহজ ভাবে কথা বলতে পারে।



দেখো ও বলো



৬. পার্বণ





পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং ছবির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ছবি সম্পর্কে দলগত ভাবে চর্চা করে তথ্য বলতে বলবেন। • ছবিটিতে কোন-কোন পার্বণের কথা বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলবেন। • ছবি সম্বন্ধে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেবেন।



শোনো ও বোলো :



৭. সবার আমি ছাত্র



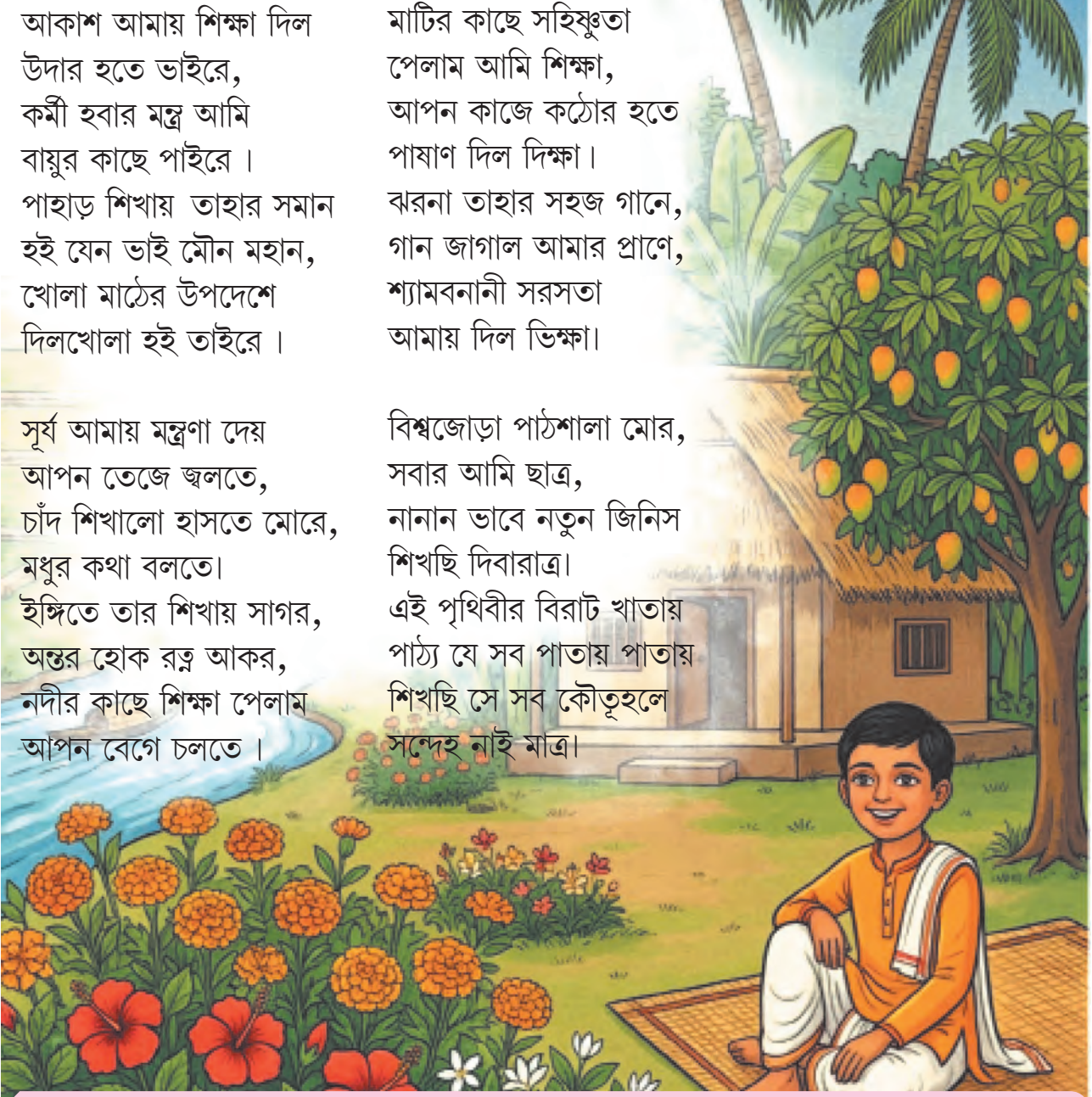
সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কমী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষণ দিল দিক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে,
গান জাগাল আমার প্রাণে,
শ্যামবনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মোরে,
মধুর কথা বলতে।
ইন্দ্রিতে তার শিখায় সাগর,
অন্তর হোক রত্ন আকর,
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র।



পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাই সূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন।



নীচে দেওয়া শব্দের সমার্থক শব্দ ও বিপরীত শব্দ অভিধান থেকে খুঁজে লেখো।

শব্দ	সমার্থক শব্দ	বিপরীত শব্দ
আকাশ		
সহজ		
শিক্ষিত		
কাছে		
রাত্রি		
শীতল		



একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লেখো।

মাথা			
কর			
ধরা			



‘সবার আমি ছাত্র’ এই কবিতার সারকথা নিজের ভাষায় বলো।



কবিতা থেকে তোমার পরিচিত শব্দের অর্থ লেখো।

পরিচিত শব্দ				
অর্থ				

যে শব্দ দ্বারা কাজ করা বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

- অ) আমি বিদ্যালয় যাই।
 ব) মা ভাত রান্না করে।
 ক) পাখি আকাশে ওড়ে।

পাশের বাক্যগুলিতে দাগ দেওয়া শব্দগুলি হলো ক্রিয়াপদ।



সঠিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লেখো।

- তোমার নাম কি

.....

- চাঁদ শেখালো হাসতে মোরে মধুর কথা বলতে

.....



বন্ধনী থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

(ছাত্র, বায়ুর, পাঠশালা, মন্ত্র)

কমী হবার আমি

..... কাছে পাইরে।

বিশ্বজোড়া মোর,

সবার আমি ।



তোমার পাঠশালার গ্রন্থাগারের একটি গল্পের বই পড়ো, শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করো এবং নিজের ভাষায় গল্পটি লিখে তার শিরোনাম দাও।

.....



নীচে দেওয়া শব্দের অন্তিম অক্ষর দিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করো।

আকাশ			
মহান			
আকার			



পড়ো ও বোঝো :

৮. বিবেকানন্দের ছেলেবেলা



শশীভূষণ দাশগুপ্ত



ছেলেবেলা থেকে নরেনের মনে ছিল না কোনো ভয়, মানুষকেও না- ভূত, পেল্লী, ব্রহ্মদৈত্যকেও না।

পাড়াতেই বাস রামরতন বাবুর। তাঁর বাড়ির এককোণে ছিল মস্ত বড়ো একটা চাঁপাফুলের গাছ। তার গোড়ার দিকে ছিল বেশ বড়ো দু-একটা ডাল।

পাড়ার ছেলেদের একটা আড্ডার জায়গা হয়ে উঠল এই চাঁপাতলা। এখানেও গেছো-সর্দার নরেন। তারা সব চাঁপা ফুল তুলতে আসে না, তারা গাছের শক্ত মোটা ডালে দোল খায়- আর সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে মাটিতে।

বুড়ো রামরতন বাবুর এ হয়েছে এক অশান্তি। ছেলেগুলো সময়ে অসময়ে এসেহেঁচৈ করে যেমন যন্ত্রণা করে, তার চেয়ে বেশি হল তাঁর দুশ্চিন্তা কখন কোনটা পড়ে গিয়ে হাত- পা না ভাঙে। তিনি বকুনি দিয়ে দেখেছেন, স্থায়ী ফল কিছুতেই হচ্ছে না।

একদিন রামরতন বাবুর মাথায় এক বুদ্ধি এল। শান্তভাবে ছেলেদের কাছে গিয়ে বললেন, “তোরা গল্প শুনবি? গল্প আবার কোন ছেলে শুনতে ভালো না বাসে? সবাই বলল, “শুনব, শুনব।”

চাঁপাতলাতেই বসলেন রামরতন বাবু। ছেলেদের নিয়ে জমিয়ে গল্প বলতে লাগলেন। বললেন, এই চাঁপা গাছটারই গল্প। অনেক দিনের পুরোনো এই চাঁপাগাছ। তাঁরাও তাঁদের ছোটবেলায় আসতেন এই চাঁপাগাছের ফুল পাড়তে। কিন্তু একদিন এখানে দেখলেন এক কাণ্ড, তারপর থেকে আর আসতেন না। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ শুকনো গলায় বলে উঠল, কী দেখলেন?

‘সে সব শুনলে তোরা ভয় পাবি।’

ছেলেরা বললে, “বলুন না একবার।”

রামরতন বাবু চোখদুটো গোল্লা পাকিয়ে বললেন, “দেখলাম এই গাছটার ডালে এক বেস্কদৈত্য।’
নরেন বলল, “কী রকম চেহারা?”

সে ভয়ানক চেহারা! নিশুতি রাতে একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর যারা
এই গাছটাতে চড়ে তাদের ঘাড়
মটকে দেয়।



গল্প শুনে কেউ আর মুখে
কোনো শব্দ না করে যে যার
বাড়ি চলে যায়।

দু-চার দিন চাঁপাতলায়
ছেলেদের আর পাত্তা পাওয়া
গেল না। বুড়ো রামরতন বাবু
মনে মনে ভাবলেন, যাক ওষুধে
কাজ করেছে। একদিন বিকেল

বেলায় পাড়ার ছেলেরা নরেনকে খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যার দিকে নরেনকে পেল গিয়ে
সেই চাঁপা গাছে। নরেন একা একা বসে আছে সেই চাঁপাগাছটার নুইয়ে-পড়া ডালটায়।

দূর থেকেই ছেলেরা জিজ্ঞাসা করলো, “কী রে, নরেন নাকি?”

উত্তর এল- হ্যাঁ, হ্যাঁ

-কী করছিস ওখানে?

- দোল খাচ্ছি।

ছেলেরা দূরেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

নরেন একটা লাফ দিয়ে নীচে এসে বলল, “গাথাগুলো বেস্কদৈত্যের নাম শুনে একদম ভড়কে
গেছে। আমি তো এই তিনদিন এলাম এখানে একা একা, বেস্কদৈত্য আমার কী করেছে রে ?
যত আজগুবি গালগল্পে বিশ্বাস করিস আর ভয়ে কুঁত কুঁত করিস-ফুঃ ফুঃ! নিজে চোখে না দেখে
কখনো কিছু বিশ্বাস করবি নে- এই বলে রাখলুম।”

পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • পাঠের সরব পাঠন করাবেন এবং
গল্পের সারকথা নিয়ে চর্চা করবেন। • এধরনের জানা অন্য গল্প শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন। • গল্প থেকে কী শিক্ষা
পাওয়া গেল, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলার জন্য সুযোগ দেবেন। • প্রতিটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অনুযায়ী পাঠ্যাংশের
ঘটনার উপর ভিত্তি করে ৪ থেকে ৫ টি কৌতূহলী প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন।



নীচের শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো :

কাহিনি কঠিন ঠিকানা

স্থান মধ্যরাত্র শাখা



নীচের সংলাপ পড়ে চরিত্রের নাম লেখো :

(অ) “তোরা গল্প শুনবি?”

(ব) “কী রে, নরেন নাকি?”

(ক) “কী রকম চেহারা?”

(ড) “শুনব, শুনবা”

(ই) “নিজে চোখে না দেখে কখনো কিছু বিশ্বাস করবি নে।”



নীচের বাক্যগুলির সাথে মিলযুক্ত পাত্রের বিকল্পটি গোল করো।

অ) মনে ছিল না কোনো ভয়, মানুষকেও না-ভূত পেত্রী বৈশ্বদৈত্যকেও না।

● রামরতনবাবু ● ছেলেরা ● নরেন

ব) বাড়ির এককোণে ছিল মস্ত বড়ো একটা চাঁপাফুলের গাছ।

● ছেলেরা ● রামরতনবাবু ● নরেন

ক) গাছের শক্ত মোটা ডালেদোল খায়-আর সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে মাটিতে।

● নরেন ● ছেলেরা ● রামরতনবাবু



নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর বলো।

১. রামরতনবাবু কীসের গল্প বললেন?

২. ছেলেরা কোথায় আড্ডা দিত?

৩. নরেন রামরতন বাবুকে কী জিজ্ঞাসা করল?

৪. ওষুধে কাজ করেছে— একথা কে এবং কেন বলেছেন?



নীচের শব্দগুলি দিয়ে নতুন বাক্য তৈরী করো।

গোল্লা
আড্ডা
কাণ্ড
বকুনি



বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে বিবেকানন্দের অন্য গল্পের বই নিয়ে পড়ো ও সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করো।

● লিঙ্গ বুঝে নাও :

যে চিহ্ন বা লক্ষণ দ্বারা শব্দের পুরুষ কিংবা স্ত্রী, অথবা পুরুষ স্ত্রীর কোনোটাই নয় এমন বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে।

লিঙ্গ চার প্রকার

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	ক্লীবলিঙ্গ	উভয় লিঙ্গ
রাজা, বালক, ভাই, বাবা, ইত্যাদি।	রাণি, বালিকা, বোন, মা, ইত্যাদি।	পাথর, বই, ফল, জল, ইত্যাদি।	শিশু, বন্ধু, পশু, পাখি, ইত্যাদি।



নীচে দেওয়া ছবি দেখো ও পাঁচ-ছয়টি বাক্য লেখো।



.....
.....
.....
.....
.....
.....



নীচের ব্যক্তি চরিত্রের সম্পর্কে বলো।

(১) নরেন (২) রামরতন বাবু



পড়ো ও বোঝো :



৯. বিপ্লবী সূর্যসেন



২২শে মার্চ ১৮৯৪ সালে পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার নোয়াপাড়া গ্রামে সূর্যসেনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রাজমনি সেন এবং মাতার নাম শশীবালা সেন। সূর্যসেন তাঁর মাতা পিতার চতুর্থ সন্তান। সূর্য ছেলে বেলা থেকেই খুব মনোযোগী ও ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি ধর্মভাবাপন্ন গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। ছেলেবেলাতেই তিনি তাঁর মাতা পিতাকে হারান। তাঁর পর তিনি মানুষ হন কাকা গৌরিমনি সেনের কাছে।



তাঁর প্রথম স্কুল ছিল দয়াময়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরে তিনি নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ. এ পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে পাশ করে তিনি একই কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।

এই সময়ে বিপ্লবী দলের সাথে তাঁর সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে। শিক্ষকতা করার কারণে তিনি ‘মাস্টারদা’ হিসেবে পরিচিত হন।

কিছু দিন পর গোটা ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন কেমন চলছে, তা দেখার জন্য তিনি রওনা দেন গুয়াহাটীর দিকে। বেশ কয়েক মাস গুয়াহাটিতে কাটিয়ে তিনি লখনউতে এসে যখন পৌঁছান, তখন উত্তর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে, লখনউ থেকে কোলকাতা এসে উঠলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গোপন আস্তানায়। সেখানেই তাঁকে গ্রেফতার করা হল। ১৯২৬ সালের ৮ই অক্টোবর পাঠিয়ে দেওয়া হল রত্নাগিরী জেলে। সেই সময়ে ‘ভারতী’তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী।’ শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানায় হ্যারিকেনের আলোয় রাত জেগে চলত ‘পথের দাবী’ পড়া।

পরবর্তীকালে বারবার তিনি বলতেন মহৎ সাহিত্য মনকে সজীব রাখে। ভালোর প্রতি লোভ জন্মায় এই সব সাহিত্য পড়লে।

বি. এ পরীক্ষার পর তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম পুষ্পকুন্তলা। কৌমার্যব্রত পালন



ছিল বিপ্লবীদের কঠোর অনুশাসন। তাই বিয়ের পরদিনই চট্টেশ্বরী দেবীর মন্দিরে শপথ নিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে উভয়েই সংসারত্যাগী হন।

তখন বিপ্লবীদের দলে অধিকাংশ পুরুষেরাই ছিল, মহিলাদের বিশেষ সহভাগিতা ছিল না। তখন মাস্টারদাকে প্রীতিলতা প্রশ্ন করেছিলেন, মেয়েদের আপনারা দলে নিতে চাইছেন না কেন দাদা? তাঁরা কি দেশ সেবার যোগ্য নন? মাস্টারদা জবাব দিয়ে ছিলেন, না। দেশসেবার কঠিন কর্তব্য থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করা চলে না, দেশ সেবায় নরনারী ভেদ নেই। মাস্টারদার নির্দেশেই প্রীতিলতা গৃহত্যাগ করে বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

জেলে থাকাকালীন মাস্টারদার সঙ্গী ছিল চারটি বই। গীতা, চন্দী, মহাভারত আর রবীন্দ্রনাথের

চয়নিকা'। খুব ভোরে উঠে তিনি ব্রহ্ম সংগীত গাইতেন বা শ্রোত্রপাঠ করতেন। সকাল কেটে যেত গীতা পাঠে, দুপুরে পড়তেন 'মহাভারত'।

প্রায় এগারো মাস জেলে থাকার পর তাঁর ফাঁসির রায় বেরোয়। জেলে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে বাড়ীর লোকের দেখা করার অনুমতি দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। ফাঁসির পরেও তাঁর দেহ দেখতে পেলেন না কেউ। ফাঁসির আগে জেলের কয়েকজন ব্রিটিশ পুলিশ মাস্টারদার উপর প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করে।

মাস্টারদার প্রায় সমস্ত দাঁতই উপড়ে ফেলা হয়। শেষে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ১৯৩৪ সালের ১১ই জানুয়ারি ফাঁসি হয় এই মহান বিপ্লবীর।

মাস্টারদা সূর্যসেন শুধু একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন না। তিনি নারী, ছাত্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজ ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

পাঠন পরামর্শ : • পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। • পাঠের সরব পাঠন করাবেন এবং গল্পের সারকথা নিয়ে চর্চা করবেন। • এধরনের জানা অন্য বিপ্লবী গল্প শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন। • গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া গেল, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলার জন্য সুযোগ দেবেন। • প্রতিটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অনুযায়ী পাঠ্যাংশের ঘটনার উপর ভিত্তি করে ৪ থেকে ৫টি প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন। • ভারতের অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।



পাঠ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে বাক্য গুলি পূর্ণ করো।

- ১। সূর্য সেনের জন্ম হয় গ্রামে।
- ২। সূর্য সেন গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।
- ৩ সূর্য সেন নামে পরিচিত হন ।
- ৪ মাস্টারদা মাস জেলে থাকেন।



সহপাঠীদের মধ্যে দেশ সেবার ভাবনা কিভাবে জাগাবে তা বলো।



‘মাস্টারদা এবং প্রীতিলতা’র মধ্যে কথোপকথন প্রস্তুত করো।

- প্রীতিলতা :
- মাস্টারদা :
- প্রীতিলতা :
- মাস্টারদা :



মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলি বলো।



নীচে দেওয়া বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্যটি পুনরায় লেখো।

তখন মাস্টারদাকে প্রীতিলতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেয়েদের আপনারা দলে নিতে চাইছেন না কেন দাদা তারা কি দেশ সেবার যোগ্য নন

.....

.....

.....

.....



পাঠের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে বলো।

সূর্যসেন -

- বিপ্লবী দলের সাথে তার সম্পর্ক গভীর হয়।
- বিপ্লবী আন্দোলন দেখার জন্য তিনি গুয়াহাটির দিকে রওনা হন।
- তিনি সংসার ত্যাগ করেন।



৭ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ. এ পরীক্ষা পাশ করেন।

এই পাঠে তোমার কোন অংশটি ভালো লেগেছে তা নিজের ভাষায় লেখো।

.....

.....

.....

.....



নীচে দেওয়া পাঠের চরিত্র সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করো।

১) প্রীতিলতা

২) মাস্টারদা



তোমার বিদ্যালয়ে উদ্‌যাপিত 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে শ্লোগান লেখো।

.....

.....

.....



ক্রিয়ার কাল

কাল কথার অর্থ সময়। কোনো ক্রিয়া বা কাজ করার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলা হয়।

কাল সাধারণত তিন প্রকারের হয়।

১) বর্তমান কাল

২) ভবিষ্যৎ কাল

৩) অতীত কাল



বোঝা :



* সাংকেতিক ভাষা



আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষের শারীরিক মানসিক বা সংবেদনাগত অভাবের কারণে দৈনন্দিন কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা হয়। এই ব্যক্তিদের আমরা দিব্যাঙ্গজন বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি বলে সম্মানজনকভাবে উল্লেখ করি। এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে কথা বলে তোমরা জানো কি? এসো তাহলে জেনে নেই কিছু সাংকেতিক চিহ্ন।



হ্যাঁ



না



খাওয়া



বসা



সাহায্য করা



আরও



তালি



ভালো



জোড়া মিলাও।

ক্রিয়া

থামা

ব্যথা

ঘুমানো

পান করা

সাংকেতিক চিহ্ন



পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং ছবিগুলি সম্পর্কে চর্চা করবেন। দিব্যাঙ্গজন বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিচয় করে দেবেন এবং তাদের প্রতি সাহানুভূতি ও ইতিবাচক মনোভাব রেখে সাহস সাংকেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহার করে কথোপকথন করার জন্য উৎসাহিত করবেন।



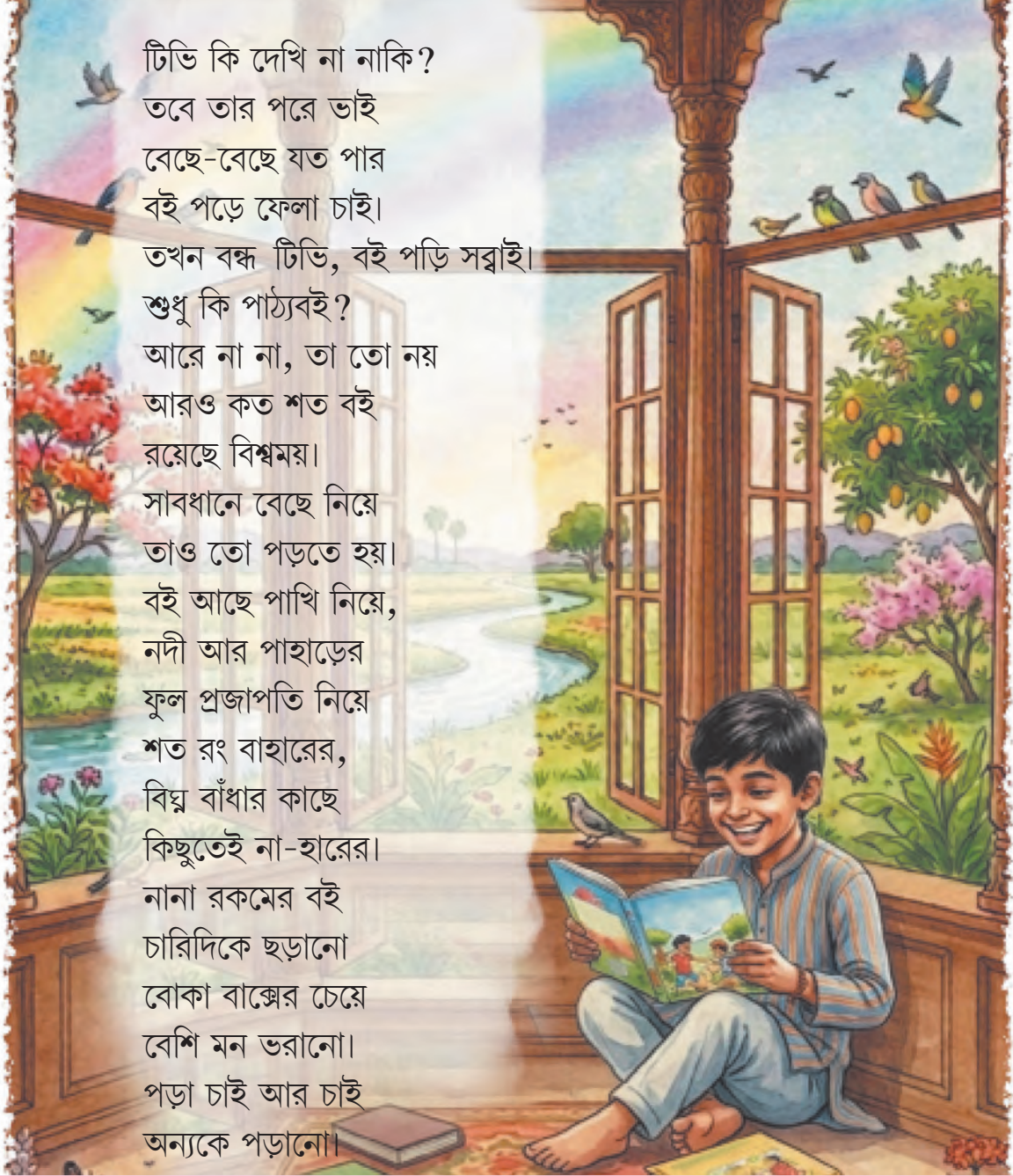
শোনো ও বলো :



১০. বই পড়ো



নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী



টিভি কি দেখি না নাকি?
তবে তার পরে ভাই
বেছে-বেছে যত পার
বই পড়ে ফেলা চাই।
তখন বন্ধ টিভি, বই পড়ি সবাই।
শুধু কি পাঠ্যবই?
আরে না না, তা তো নয়
আরও কত শত বই
রয়েছে বিশ্বময়।
সাবধানে বেছে নিয়ে
তাও তো পড়তে হয়।
বই আছে পাখি নিয়ে,
নদী আর পাহাড়ের
ফুল প্রজাপতি নিয়ে
শত রং বাহারের,
বিঘ্ন বাঁধার কাছে
কিছুতেই না-হারের।
নানা রকমের বই
চারিদিকে ছড়ানো
বোকা বাক্সের চেয়ে
বেশি মন ভরানো।
পড়া চাই আর চাই
অন্যকে পড়ানো।

পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাইসূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন।



‘বই পড়ে’ এই কবিতাটি তাল ও সুর সহকারে গায়ন করো।



নীচে দেওয়া শব্দের সমার্থক শব্দ অভিধান থেকে খুঁজে লেখো।

বন্ধ বই বিঘ্ন
বিশ্ব নদী বাস্তব



বন্ধনী থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লেখো।

(হারের, প্রজাপতি, পাহাড়ের, পাখি, বাহারের, বিঘ্ন)

বই আছে নিয়ে

নদী আর

ফুল নিয়ে

শত রং

..... কাছে

কিছুতেই না



নীচে দেওয়া শব্দের বিপরীত অর্থ লেখো।

বন্ধ × সাবধান ×
বোকা × বেশি ×

নীচে দেওয়া বাক্য থেকে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ বেছে নিয়ে লেখো।

রমা বই পড়ে	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়াপদ
আমি ভাত খাই			



কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদ সঠিক ক্রমানুসারে সাজিয়ে দুটি অর্থপূর্ণ বাক্য লেখো।

.....
.....



তোমার পছন্দের চারটি বাক্য লিখে ক্রিয়াপদের নীচে দাগ দাও।

- ১)
- ২)
- ৩)
- ৪)



নীচে দাগ দেওয়া শব্দের বচন পরিবর্তন করে বাক্য পুনরায় লেখো।

- অ) হাতি বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।
- ব) মাছ জলে সাঁতার কাটে।
- ক) গাছের পাতা পড়ে গেল।
- ড) ছেলের ভালো গান গায়।
- ই) গরু গোয়ালঘরে থাকে।



তুমি কোন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে চাও? কেন? তা নীচে লেখো।

.....

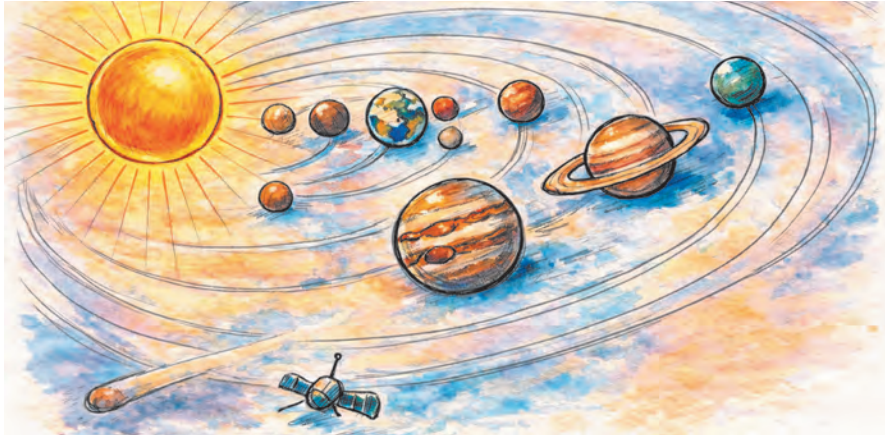
.....

.....

.....



নীচের ছবির সম্বন্ধে ৪টি বাক্য বলো।





একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ লেখো।

- (অ) রবি
 (ব) বাতাস
 (ক) জল
 (ড) ধরা



নীচের ছবি পর্যবেক্ষণ করে চার থেকে পাঁচ বাক্যে লেখো।



.....



নীচের শব্দ সমূহের সাথে অমিল শব্দটিকে গোল করো।

- | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|
| (অ) কাগজ | পেন্সিল | রবার | ঘটি |
| (ব) ডাস্টবিন | ঝাড়ু | আর্বজনা | চেয়ার |
| (ক) গাছ | ফুল | আলু | ফল |
| (ড) বছর | সকাল | মাস | দিন |



প্রদত্ত বাক্যগুলি থেকে কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদ চিহ্নিত করো এবং সেগুলি ছকের মধ্যে লেখো।

বাক্য	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়াপদ
মনিষ তার প্রবন্ধটি আবৃত্তি করল।			
পাখিরা বাসা বাঁধে।			
ছুটির সময় শিশুরা বই পড়েছিল।			
বানরটি ঘণ্টা বাজাল।			



নীচের ছবি পর্যবেক্ষণ করে চার থেকে পাঁচটি বাক্য বলো।



বিভিন্ন ধরনের বাংলায় লেখা হস্তলিখিত সংগ্রহ করে ছকের মধ্যে লাগাও।



নীচে দেওয়া বাক্যগুলির ক্রিয়াপদ বেছে লেখো।

অ) আমরা সকালে স্কুলে যাই।

ব) বিদ্যা কম্পাস বাক্সটি ধরে রাখে।

ক) আমরা ফুল দেখে হাসতে শিখি।



যে কোনো একটি পার্বণের উপর ভিত্তি করে একটি লোকগীতি পরপর চারটি লাইন বলো ও লেখো।

.....

.....

.....

.....



আমাদের দেশ “বিবিধতায় একতা”, এটি দলগত ভাবে আলোচনা করে পোশাক, ভাষা ও খাদ্য এর ভিত্তিতে তালিকা পূর্ণ করো।

রাজ্যের নাম	ভাষা	পোশাক	প্রধান খাদ্য
মহারাষ্ট্র			
কেরল			
মধ্যপ্রদেশ			
পশ্চিমবঙ্গ			



নীচে দেওয়া শব্দের প্রথম অক্ষর বদল করে নতুন শব্দ তৈরী করো।

যেমন -ঘর-পর

কাল

ফুল

টক

নদী

ধান

রাত

মাঠ

দল



নীচের ছবি দেখে পাঁচ-ছয়টি বাক্য লেখো।



.....

.....

.....

.....

.....

.....



মোট অক্ষরে ছাপা শব্দগুলির সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটি পুনরায় লেখো।

অ) বনে ঘন গাছ আছে।

.....

ব) মা আমাকে খাবার দিয়েছেন।

.....

ক) শিক্ষক নির্দেশটি পড়লেন।

.....

ড) আমাদের বন সংরক্ষণ করা উচিত

.....

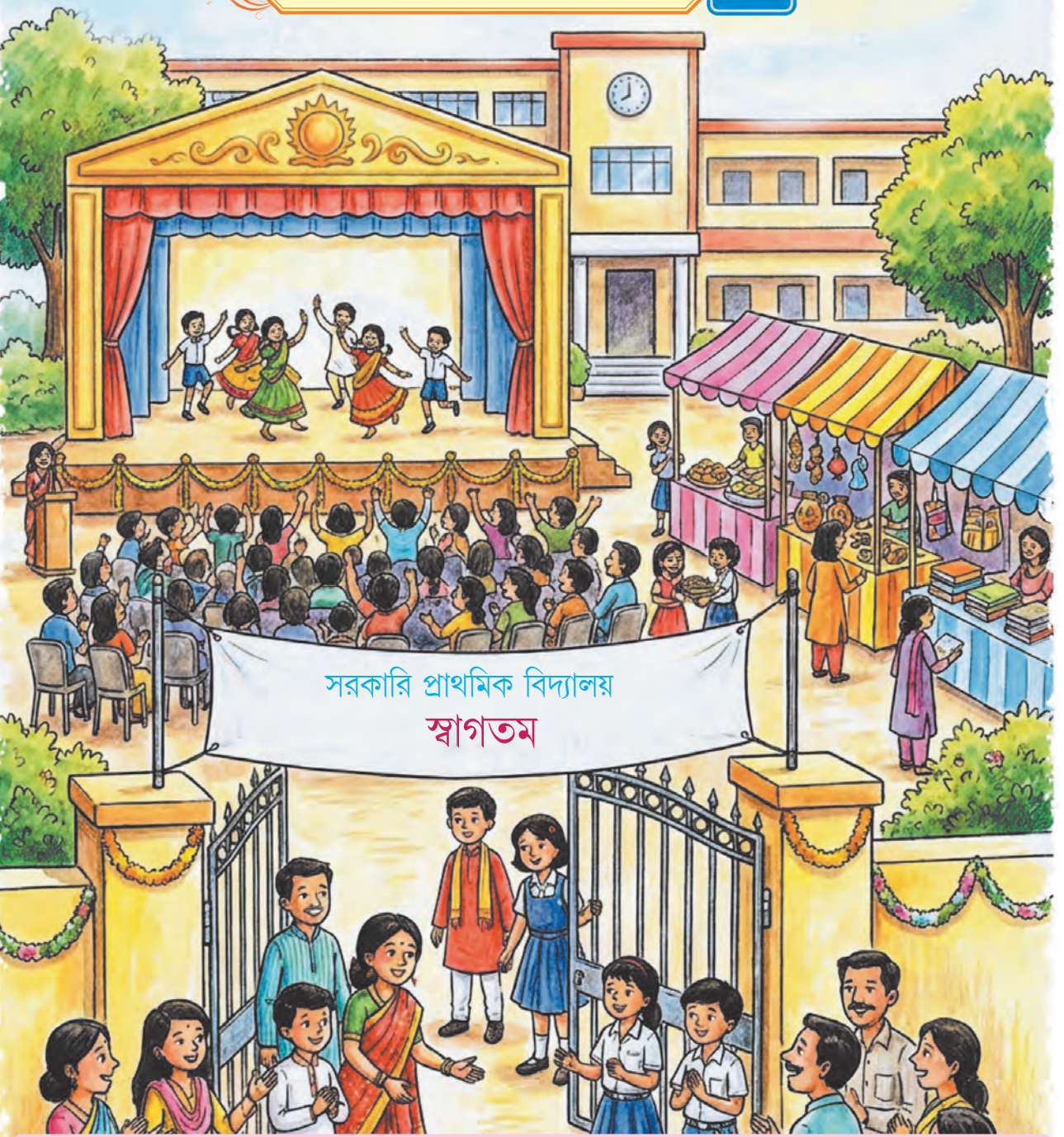


পূর্বানুভব : দেখো ও বলো

তৃতীয় বিভাগ



* বার্ষিক উৎসব



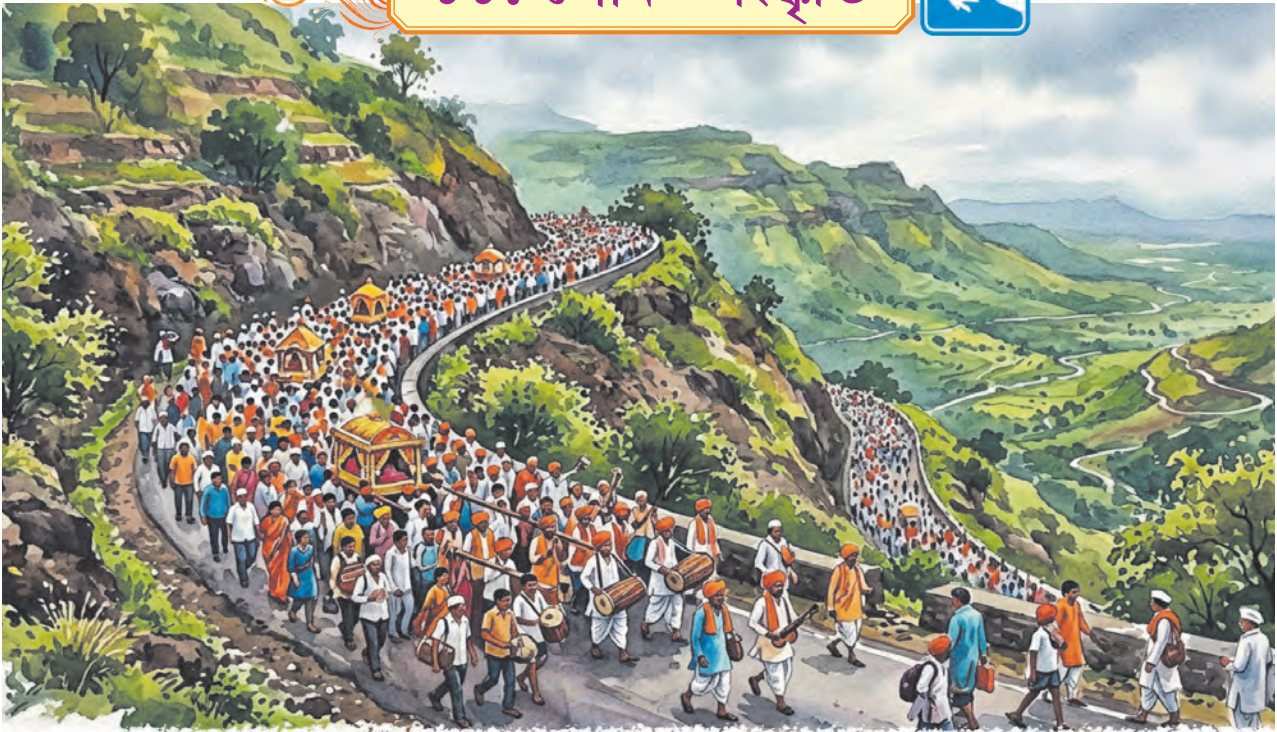
পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিটি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ছবিটির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।
• ছবিতে কি কি দেখা যাচ্ছে? ছবিটি কোন বিষয়ে? • এ ধরনের ছবি তোমরা কোথাও আর দেখেছ কি? কোথায় দেখেছো? এ রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীদের বাচাল করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাহজিকভাবে কথা বলতে পারে।



দেখো ও বোঝো



১১. লোক সংস্কৃতি





পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন। • ছবির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

- ছবি সম্পর্কে দলগতভাবে চর্চা করে তথ্য বলতে বলবেন। শিক্ষক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অনুপূরক অধ্যাপন পদ্ধতির ব্যবহার করবেন। তারা যে পদ্ধতিতে ব্যক্ত হতে পারে সেই পদ্ধতিতে ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেবেন। তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করবেন।



যেখানেতে দেখি যাহা, 'মা'-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুখা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত আদর সোহাগ সে তো!
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।

হেরিলে মায়ের মুখ দূরে যায় সব দুখ,
মায়ের কোলেতে শুয়ে জুড়ায় পরান,
মায়ের শীতল কোলে সকল যাতনা ভোলে
কত না সোহাগে মাতা বুকটি ভরান।

যখন জনম নিলু কত অসহায় ছিনু,
কাঁদা ছাড়া নাই জানিতাম কিছু,
ওঠা বসা দূরে থাক-মুখে নাই ছিল বাক,
চাহনি ফিরিত শুধু মা'র পিছু পিছু!

পাঠশালা হ'তে যবে ঘরে ফিরি যাব সবে,
কতনা আদরে কোলে তুলি' নেবে মাতা,
খাবার ধরিয়া মুখে শুধাবেন কত সুখে
কত আজ লেখা হলো, পড়া কত পাতা?

(সংক্ষেপিত)



পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাইসূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন।



বলো :

- অ) মা'কে তোমার কেন ভালো লাগে বলো।
 ব) 'মা' আমাদের জন্য কী কী করেন নিজের ভাষায় বলো।
 ক) এই কবিতা ছাড়া তোমার জানা 'মা'কে নিয়ে অন্য কবিতা বলো।
 ড) তোমার মা'কে তুমি কোন কোন কাজে সাহায্য করো, বলো।



কবিতা থেকে ছন্দবদ্ধ শব্দগুলি খোঁজ করে লেখো ও পড়ো।

যেমন:- যাহা - তাহা

নাই- নিম্ন- পরান-
 মুখ- কিছু- মাতা-



নীচে দেওয়া শব্দের সমার্থক শব্দ লেখো।

সোহাগ আশিষ মাতা



নীচের ছবির বিষয়ে বলো।



নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

গরল × সুখ × মরণ × হাসা ×
 সহায় × কাল × অনাদর × মন্দ ×



নীচের কৃতি অনুযায়ী নতুন শব্দ তৈরী করো এবং তার অর্থ খুঁজে লেখো।

সু - কুমার - সুকুমার - কোমল অঙ্গ যার।

সু - বাস - -

সু - বিচার - -



কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

হেরিলে মায়ের

দূরে যায় সব

মায়ের কোলেতে শুয়ে পরান,

মায়ের শীতল

সকল যাতনা

কত না সোহাগে মাতা ভরান।



বাক্যগুলির কাল সনাক্ত করে কালের নাম লেখো।

অ) আমি বই পড়ি।

ব) সে স্কুলে যাবে।

ক) তারা খেলেছিলো।



নীচের প্রশ্নের উত্তর খাতায় লেখো।

১) কাকে দেখলে সব দুঃখ দূরে যায়?

২) আমরা কখন অসহায় ছিলাম?

৩) পাঠশালা হতে ফিরলে কে কোলে করে নেবে?

৪) পড়া লেখা ভালো করলে মা কি করেন?



কালের প্রকার অনুসারে বাক্য তৈরী করো।

১) বর্তমান কাল -

২) অতীতকাল -

৩) ভবিষ্যৎ কাল -

বিশেষণ : যে পদ অন্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে
তাকে বিশেষণ পদ বলে।



ছবি এবং তার বিশেষণ যুক্ত শব্দের জোড়া মেলাও।



মিষ্টি



গরম



শীতল



উঁচু



নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যে বিশেষণ আছে, তা চেনো এবং গোল করো।

ক) রেলগাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটছে।

ঙ) হিমালয়ের পথ দুর্গম।

খ) আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।

চ) মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী।

গ) মহেশ একটি ভালো ছেলে।

ছ) সিংহ উচ্চস্বরে গর্জন করে।

ঘ) তোমার লাল কলমটি দাও।

জ) আমি তিনটি বই পড়েছি।



নীচের ছবির সম্বন্ধে ৪টি বাক্য লেখো।



.....

.....

.....

.....

.....

.....



১৩. শিশির কুয়াশা মেঘ ও বৃষ্টি



প্রমথনাথ সেনগুপ্ত



সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, পুকুর—এ সব থেকে জল সব সময় বাষ্প হয়ে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। হাওয়ার ভিতর যে জলের বাষ্প রয়েছে তা সহজেই দেখানো যায়। একটি কাঁচের গ্লাসের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে, ঐ গ্লাসের বাইরের দিকে বিন্দু বিন্দু জলের কণা জড়ো হয়েছে। শুকনো কাপড় দিয়ে, গ্লাসটাকে মুছে দিলে সঙ্গে-সঙ্গে আবার ছোট ছোট জলের কণা এসে সেখানে জমা হয়।

এ-সব জলের কণা এলো কোথা থেকে? ভিতরে বরফ থাকায় গ্লাসটা ধীরে-ধীরে ঠান্ডা হয়। গ্লাসের চারদিক ঘিরে তার কাছাকাছি যে হাওয়া আছে, গ্লাসের গায়ে লেগে সেই হাওয়া তখন ঠান্ডা হতে থাকে। আস্তে আস্তে গ্লাসটা যখন একটা বিশেষ মাত্রায় ঠান্ডা হয়, তখন তার সংস্পর্শে এসে হাওয়ার জলীয় বাষ্প আর বাষ্প আকারে থাকতে পারে না, জমে জলের কণায় পরিণত হয়। এই জন্যই আইস ব্যাগে বরফ পুরে দিলে তার বাইরের দিকটা ভিজে ওঠে, মনে হয় যেন ফুটো আছে, ভিতরের বরফজল এই ফুটো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাগে বরফ বা খুব ঠান্ডা জল না থাকলে তার বাইরে কিন্তু কোনো জল জমতে দেখা যায় না। এর থেকেই বোঝা গেল, হাওয়ায় জলের বাষ্প মিশে আছে। এই জলীয় বাষ্প একেবারে স্বচ্ছ, তাই চোখে দেখতে পাই না।

শীতের রাতে ঘাসের উপর, গাছের পাতায় আমরা শিশির জমতে দেখি। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপে মাটি গরম হয়, সূর্য অস্ত গলে ভাপ ছেড়ে দিয়ে ঐ মাটি ঠান্ডা হতে থাকে। শীতকালে শেষরাত্রির দিকে ঐ মাটি এতটা ঠান্ডা হয় যে, তার সংস্পর্শে এসে হাওয়ার





জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে জলের কণার আকারে জমা হতে থাকে ঘাসে ও গাছের পাতায়। এই জলকণাকেই আমরা বলি শিশির। মাটির উপরেও শিশির পড়ে, মাটি ঐ জল শুষে নেয় ব'লে তা আর আমরা দেখতে পাই না।

কখনো-কখনো হাওয়ার ভিতরকার জলীয় বাষ্প খুব ছোটো ছোটো জলের কণায় জমে গিয়ে মাটির কাছে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। একেই বলি কুয়াশা, খুব নীচু মেঘও একে বলা যায়।

শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্যের উত্তাপ পায় অনেক বেশি, তাই রাত্রিতে মাটি এতটা ঠান্ডা হয় না, যাতে তার গায়ে ঠেকে জলের বাষ্প জমে জল হতে পারে। এই জন্যই গ্রীষ্মকালে শিশির পড়ে না। আয়নার উপর আলো পড়লে সেই আলো যেমন ফিরে আসে মেঘের গায়ে বাঁধা পেয়ে জলীয় বাষ্প আবার মাটিতেই ফিরে আসে। মেঘলা দিনে তাই গরম বোধ করি। মাটি ঠাণ্ডা হলে তাতে শিশির জমতে পারে, আকাশে মেঘ থাকলে ততটা হয় না, তাই শিশিরও পড়ে না।

শুকনো হাওয়ার চেয়ে জলের বাষ্প অনেক হালকা, তাই জল বাষ্প হলে সেই বাষ্প ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে যায়। মাটি থেকে যতই উপরে উঠে যায়, হাওয়া ততই ঠান্ডা হতে থাকে। বেলুন ও এরোপ্লেনে চড়ে যারা অনেক উঁচুতে উঠেছেন, তাদের কাছ থেকে এ খবর আমরা জেনেছি। জলের বাষ্প উপরে উঠলে ঠান্ডা হতে থাকে, তারপর এমন একটি সময় আসে যখন ঐ ঠান্ডায় বাষ্প জমে ছোটো-ছোট জলের কণা হয়ে হাওয়ার উপর ভেসে বেড়ায়। এইভাবে অসংখ্য জলের বিন্দু সৃষ্টি হয়ে হাওয়াতে ভাসতে থাকে। এই ভাসন্ত জলের কণাগুলিকে আমরা বলি মেঘ। ঠান্ডা হাওয়া এসে এই মেঘের গায়ে লাগলে অনেকগুলি জলের কণা একত্র হয়ে বড়ো বড়ো জলের ফোঁটায় পরিণত হয়। এই ফোঁটাগুলি তখন এত ভারি হয় যে হাওয়াতে ভেসে থাকতে পারে না। পৃথিবীর টানে নেমে আসে মাটির উপর আমরা বলি, বৃষ্টি হচ্ছে। যে জল মাটির উপর থেকে, বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে গিয়ে সেখানকার ঠান্ডায় জমে, সে জল আবার মাটিতেই ফিরে আসে।

পাঠন পরামর্শ : • পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন । • পাঠটি সরব পাঠন করাবেন এবং গল্পের সারকথা নিয়ে চর্চা করবেন । • এধরনের জানা অন্য তথ্য শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন। • পাঠ থেকে কী বোঝা গেল, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলার জন্য সুযোগ দেবেন । • প্রতিটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অনুযায়ী পাঠ্যাংশের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।



নীচের বাক্যগুলি পাঠ্য অনুযায়ী সঠিক করে লেখো।

- ক্রমাগত বাষ্প উপরে যায়।

.....

- পৃথিবীর টানে জলের ফোঁটা নেমে আসে।

.....



নীচের বাক্যে সঠিক যতিচিহ্ন লাগিয়ে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো।

- চমৎকার বালুকাময় নুড়িতে ছেয়ে আছে

.....

- না বলবার যো কি রাজার আড্ডা

.....



বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি এ বিষয়ে পাঁচ থেকে ছয় লাইনে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

.....

.....

.....

.....

.....



নীচের শব্দগুলির বানান ঠিক করে লেখো।

সুরযো

গেলাশ

ঠানডা

কিনতু

.....

.....

.....

.....



নীচের বাক্যগুলিতে শব্দের সঠিক রূপ ব্যবহার করো।

- মেঘে রঙ খুব । (সঠিক বিশেষণ ব্যবহার করো)

- আগামীকাল আমি বিদ্যালয়ে (সঠিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করো।) ।

- অমর বাড়িতে ফিরে আসবে। (বর্তমানকালে পরিবর্তন করো।)

.....



ছবি এবং ক্রিয়ার জোড়া মেলাও।



নীচের বাক্যগুলিতে দেওয়া ক্রিয়াপদগুলি চেনো এবং গোল করো।

ক) ছেলেটি বল খেলছে।

খ) কৃষক মাঠে চাষ করছে।

গ) নিলিমা বই পড়ে।

ঘ) বাঘ শিকার করে।

ঙ) প্রভাত সকালবেলা দৌড়ায়।

চ) আমি আগামীকাল কোলকাতা যাবো।

ছ) সচিন পরীক্ষার খাতায় লিখছে।

জ) ঠাকুরমা রামায়ণ পড়ছে।

ঝ) বিড়াল মিউ-মিউ করে ডাকে।

ঞ) এরোপ্লেনটা এইমাত্র উড়ে গেল।



১৪. খেলার মাঠ



আমি একটি খেলার মাঠ। বহু বছর ধরে আমি এই গ্রামের মাঝখানে আছি। চারিদিকে সবুজ গাছপালা, খোলা আকাশ আর মাটির গন্ধ আমাকে ঘিরে রেখেছে। আমি নীরব হলেও আমার বুকে লুকিয়ে আছে অসংখ্য হাসি, আনন্দ আর স্মৃতি।

ভোরবেলা আমার দিন শুরু হয়। সূর্য ওঠার আগেই আমার বুকে শিশির ঝরে পড়ে। তখন বৃদ্ধ লোকেরা প্রাতঃভ্রমণে আসে। কেউ ধীরে হাঁটে, কেউ দৌড়ায়, কেউ কেউ আমার কোণে বসে প্রার্থনা করে। পাখিরা এসে কিচিরমিচির শব্দ করে আমাকে জাগিয়ে তোলে। সেই সময় আমি খুব শান্ত থাকি।



সকাল হলে স্কুলের ছেলেমেয়েরা আসে। তাদের পায়ের শব্দে আমি মুখরিত হয়ে উঠি। তারা লাইনে দাড়িয়ে শরীরচর্চা করে, তারপর খেলাধুলা শুরু করে। ফুটবল, কবাডি, দড়িলাফ,

লুকোচুরি— সব খেলাই আমার বুকে হয়। ছেলেমেয়েদের হাসি চিৎকার আর আনন্দে আমি প্রাণ ফিরে পাই। খেলাধুলার মাধ্যমে তারা শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব শেখে—এ দেখে আমি গর্ব অনুভব করি।

দুপুরে কিছু সময় আমি নিঃশব্দ হয়ে যাই। তখন সূর্যের তাপে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। গাছের ছায়া আমার বুকে আশ্রয় দেয়। মাঝেমধ্যে রাখাল তার গরু চরাতে আসে। সেই শান্ত সময়ে আমি বিশ্রাম নিই।

বিকেল হলেই আবার আমার প্রাণে চাঞ্চল্য ফিরে আসে। বড়রা ক্রিকেট, ফুটবল, ধনুর্বিদ্যা ও ব্যাডমিন্টন খেলতে আসে। কেউ দৌড়ায়, কেউ ব্যায়াম করে। ছোট শিশুরা বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরতে আসে। তখন আমার চারপাশে আবার হাসি আর কথাবার্তায় ভরে ওঠে।



জাতীয় দিবস ও উৎসবের দিনে আমাকে নানা রঙে সাজানো হয়। স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলন হয়। গ্রামের মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ও গান আমার বুকে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় আমি মানুষের মিলনের কেন্দ্র হয়ে উঠি। কিন্তু দুঃখের কথা হলো, কিছু মানুষ আমার যত্ন নেয় না। তারা প্লাস্টিক, কাগজ ও আবর্জনা ফেলে রেখে চলে যায়। এতে আমার সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং আমি কষ্ট পাই। আমি চাই সবাই আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুক, গাছ লাগাক এবং আমাকে রক্ষা করুক।

পাঠন পরামর্শ : ● পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ● পাঠের সরব পাঠন করবেন এবং আত্মকথার সারকথা নিয়ে চর্চা করবেন। ● এধরনের জানা অন্য আত্মকথা শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন। ● গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া গেল, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলার জন্য সুযোগ দেবেন। ● প্রতিটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অনুযায়ী পাঠ্যাংশের তথ্যের উপর ভিত্তি করে ৪ থেকে ৫টি কৌতূহলী প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন। ● খেলার মাঠ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা দলগত ভাবে আলোচনা করতে বলবেন।



বলো :

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

- অ) তুমি কোন খেলা খেলতে ভালোবাসো?
- ব) তোমাদের গ্রামে খেলার মাঠ আছে কি?
- ক) তুমি প্রত্যেক দিন সকালে ব্যায়াম করো কি?
- ড) তোমাদের গ্রামের খেলার মাঠে কী-কী খেলা হয়?



নীচে দাগ দেওয়া শব্দের অর্থ বন্ধনী থেকে খোঁজ করে বাক্যটি পুনরায় লেখো।
(কখনো-কখনো, রবি, কলরব)

অ) সূর্য ওঠার আগেই আমার বুকে শিশির ঝরে পড়ে।

.....

ব) পাখিরা এসে কিচিরমিচির করে আমাকে জাগিয়ে তোলে।

.....

ক) মাঝে মাঝে রাখাল তার গরু চরাতে আসে।

.....



নীচে দেওয়া শব্দের বিপরীত শব্দ লেখো।

শুরু ×

হাসি ×

আসা ×

দিবস ×

ওঠা ×

নিঃশব্দ ×



নীচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর নিজের ভাষায় বলো।

- অ) ভোরবেলা কার দিন শুরু হয়?
- ব) বৃদ্ধ লোকেরা মাঠে কেন আসে?
- ক) তোমার পছন্দের কিছু খেলার নাম বলো।
- ড) কখন মাঠ নিঃশব্দ হয়?



বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পরিমাপের বই নিয়ে খেলার মাঠ এঁকে দেখাও।

খেলার মাঠের নাম :



নীচে দেওয়া শব্দের অর্থ খুঁজে নিজের ভাষায় একটি বাক্য তৈরী করো।

শব্দ	অর্থ	বাক্য
সহযোগিতা		
গন্ধ		
স্বাধীনতা		
নাটক		



উপক্রম :

সংবাদপত্র থেকে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ছবি কেটে সংগ্রহ করো এবং সেগুলি সুন্দর ভাবে শ্রেণী-কক্ষের দেওয়ালে আঠা দিয়ে লাগাও।



* ভারতরত্ন



ভারত রত্ন হলো ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান, ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

১৯৫৪ সালের মূল আইনে মরণোত্তর পুরস্কার বাদ দেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের সংশোধনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৩ টি ভারতরত্ন পুরস্কার প্রদান করতে পারেন।

অভারতীয় প্রাপক

- মাদার টেরেসা (১৯৮০) সালে নিরপেক্ষ ভারতীয় নাগরিক
- নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯৯০)
- খান আব্দুল গফ্ফার খান (১৯৮৭)



- রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত সনদ (সার্টিফিকেট) এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক।
- অশ্বখ আকৃতির এই পদকটিতে সূর্যম্নান রয়েছে যার নীচে 'ভারতরত্ন' খোদাই করা আছে।



সচীন তেন্ডুলকর

- প্রথম খেলোয়াড় এবং যুবক ভারতরত্ন প্রাপক

প্রথম প্রাপক

- ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
- স্যার সি.ভি রমন
- চক্রবর্তী রাজগোপালচারী



পুরস্কারের নকসা



- এই পুরস্কারে কোনও আর্থিক অনুদান অন্তর্ভুক্ত নেই।
- পুরস্কারের পিছনে দেবনাগরী লিপিতে 'সত্যমেব জয়তে' সহ ভারতীয় প্রতীক প্রদর্শন করে।

কে যোগ্য?



- প্রাথমিকভাবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং জনসেবার জন্য পুরস্কৃত করা হলেও, ২০১১ সালে মানদণ্ডটি মানব প্রচেষ্টার যেকোন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করার-জন্য প্রস্তাবিত করা হয়েছিল।

বিতর্ক



- ১৯৯২ সালে, সুভাষচন্দ্র বসুকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদান করা হয়। তার মৃত্যু সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকার কারণে তার পরিবার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে।



শোনো ও বলো :



১৫. পাকাপাকি



সুকুমার রায়

আম পাকে বৈশাখে কুল পাকে ফাগুনে,
কাঁচা ইট পাকা হয় পোড়ালে তা আগুনে।
রোদে জলে টিকে রং, পাকা কই তাহারে,
ফলারটি পাকা হয়, লুচি দই আহারে।



রাঁধুনি বসিয়া পাঁকে, পাক দেয় হাঁড়িতে,
সজোরে পাকালে চোখ, ছেলে কাঁদে বাড়িতে।
পাকায়ে পাকায়ে দড়ি টান হয়ে থাকে সে,
দুহাতে পাকালে গোঁফ তবু নাহি পাকে সে।



পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাইসূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন। • কবিতার উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বলবেন।



শব্দগুলির সমার্থক শব্দ লেখো।

লাঠি

রোদ

গোঁফ

পাকা



শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

অ) আম পাকে মাসে।

ব) কুল পাকে মাসে।

ক) কাঁচা ইট পাকা হয়

ড) ফলারটি পাকা হয়



এক কথায় উত্তর দাও।

অ) পাকা রঙ কাকে বলে?

ব) হাঁড়িতে কে পাক দেয়?

ক) কী পাকালে পাকেনা?

ড) সাজোরে চোখ পাকালে কি হয়?



জোড়া মেলাও।

ধান

তেল

আখ

আটা

গম

গুড়

তিল

চাল



উত্তর লেখো।

অ) তোমার প্রিয় ফল কোনটি? সেটি কোন মাসে পাকে লেখো।

.....

ব) ‘পাকা’ শব্দটি দিয়ে নিজের ভাষায় ২টি বাক্য লেখো।

পাকা

পাকা



সঠিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো।

১. আম বলল আমি সবথেকে সুস্বাদু ফল

২. ছেলেটি বলে উঠলো মা ক্ষুধা লাগছে ভাত দাও।



নীচের ছবিটি দেখে দুটি বাক্য লেখো।



নীচের মাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

১) শ্রাবণ

২) মাঘ



নীচের বাক্যগুলির কর্তা-শব্দটির নীচে দাগ দাও।

অ) রাম প্রতিদিন ফুটবল খেলে।

ব) মা আমাকে খেতে দেন।

ক) যদু গতকাল বিদ্যালয়ে আসেনি।



নীচে দেওয়া মাসের নাম দিয়ে একটি সংলাপ তৈরী করো।

চৈত্র :
 আষাঢ় :
 পৌষ :
 চৈত্র :
 আষাঢ় :
 পৌষ :



নীচের প্রসঙ্গটি পড়ে নিজের মতামত লেখো।

বৈশাখ মাসে গাছতলায় প্রচুর পরিমাণে আম পাওয়া যায়।

.....



নীচের উৎসবগুলি আমরা কোন মাসে পালন করি তা লেখো।

- স্বাধীনতা দিবস
 ● দুর্গাপূজা
 ● বালিকাদিন



নীচের বাক্যের শব্দগুলির পদ সনাক্ত করো।

- ঘরে একটি সুন্দর বিড়াল ঢুকেছে।
 ● পিয়া তাড়াতাড়ি করে লিখিতেছিল।



নির্দেশ অনুযায়ী কৃতি সম্পূর্ণ করো।

- (অ) শিক্ষকদের সম্মান জানানোর জন্য শিক্ষক দিবস পালন করা হয় ।
 (বাক্যটির কালনির্ণয় করো।)
- (ব) সবাই এত খুশি কেন? (বাক্যের মধ্যে বিশেষণ শব্দটির নীচে দাগ দাও।)
- (ক) শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সম্মান জানায়।- (বাক্যে ক্রিয়াপদ শব্দটি গোল করো।)



শব্দের অন্তিম বর্ণ দিয়ে নুতন শব্দমালা তৈরী করো।

- চামচ - চন্দন
 ● শৈশব -



আড়া শব্দ

.....

.....

.....

.....

খাড়া শব্দ

.....

.....

.....

.....



বিশেষণ

বাক্য

সুন্দর

.....

শুকনো

.....

নীল

.....

নয়

.....

ଜାଣି

.....





নীচে দেওয়া অক্ষর দিয়ে অনেক শব্দ তৈরী করো।



.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....



.....

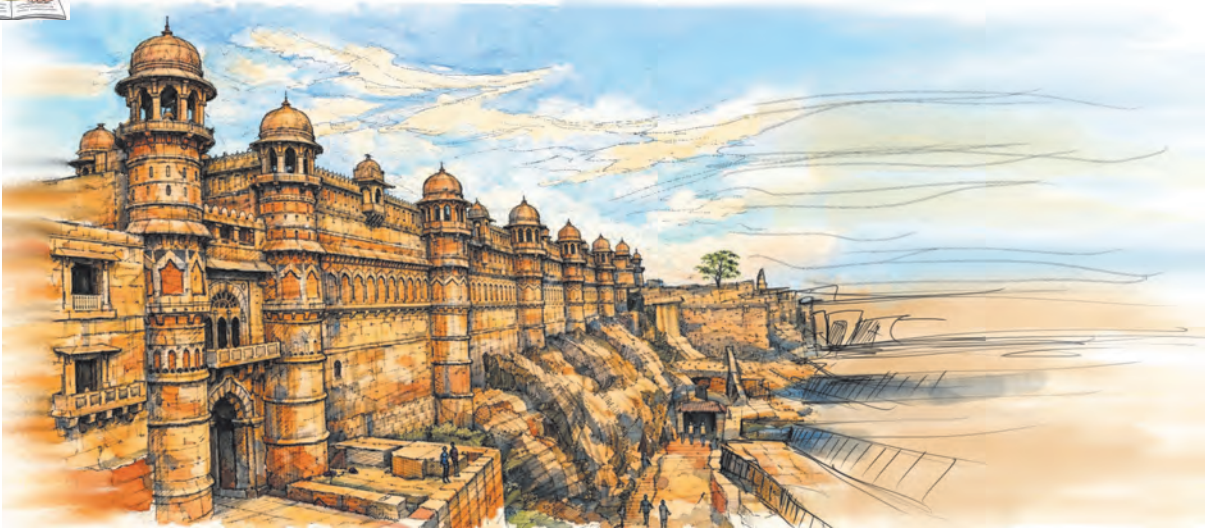
.....

.....

.....



নীচের ছবিটি দেখে তার বর্ণনা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।



শিরোনাম :

.....

.....

.....



সোমবার, ১৫ এপ্রিল, ২০২৬

পাঠশালার পাতা



গড়চিরোলী, মহারাষ্ট্র

সুভাষগ্রাম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উৎসাহের সঙ্গে পালিত বৃক্ষরোপণ



নিজস্ব সংবাদদাতা, সুভাষগ্রাম:

পরিবেশ রক্ষা ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সুভাষগ্রাম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ এক বর্ণাঢ্য বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, “একটি গাছ শুধু অক্সিজেনই দেয় না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তেও সাহায্য করে।” এরপর শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় চত্বরে বিভিন্ন ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেন।

সবুজ পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারে সুভাষগ্রাম উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতা সকলের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

দক্ষতা বিভাগ : বিদ্যালয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাথে সাথে স্বচ্ছতার উপদেশ

নিজস্ব ব্যুরো

আজ গৌরীপুর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বচ্ছতার গুরুত্ব তুলে ধরতে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।



শুধু বইয়ের শিক্ষা নয়

অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পোস্টার প্রদর্শনী, স্বচ্ছতা বিষয়ক বক্তব্যর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হয়। শিক্ষার্থীরা উৎসাহের

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শৃঙ্খলা ও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক- একজন ভালো মানুষ বোঝান যে, পরিষ্কার- স্বচ্ছতা বজায় রাখার শিক্ষা, অভিভাবক ও হওয়ার অন্যতম প্রধান পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সুস্থ অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। শিক্ষার্থীরা উপস্থিত গুণ।” তিনি শিক্ষার্থীদের জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, নিয়মিত হাত ধোয়া, ডমিকা পালন করে। ভবিষ্যতেও শিক্ষার

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয় ও বাড়ির পরিবেশ এসময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় পাশাপাশি নৈতিকতা, প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার রাখা এবং প্লাস্টিক চত্বর পরিষ্কার রাখার শপথ স্বাক্ষরবিধি ও স্বচ্ছতা বিষয়ে উদ্দেশ্যে বলেন, “শুধু বর্ণা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার গ্রহণ করে এবং সবাই মিলে এ ধরনের কর্মসূচি নিয়মিত বইয়ের শিক্ষা নয়, পরামর্শ দেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযানেও আয়োজন করা হবে।

জেলা পরিষদ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় বিকাশপল্লীতে পালিত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী

বিকাশপল্লী, ভীর অঞ্চল ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিকাশপল্লীতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত হল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অঞ্চল নিবেদন করা হয়।



বিকাশপল্লী, ভীর অঞ্চল ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে জেলা পরিষদ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিকাশপল্লীতে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত হল। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি এক উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়।

“পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার।”

আজ সকালে “এই বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে মানুষকে প্লাস্টিক ছিল পরিবেশকে পরিষ্কার বর্জ্য ব্যবহার কমানো, রাখা এবং সাধারণ মানুষের নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলা এবং চারপাশ মধ্য স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সকাল থেকেই দেওয়া হয়।



স্বচ্ছতার অভিযান : গ্রামজুড়ে পরিচ্ছন্নতার মহাযাত্রা

কালীনগরে “বিদ্যালয়ে প্রবেশ শুরু”

সংবাদদাতা, কালীনগর
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কালীনগরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থীদের প্রবেশ প্রক্রিয়া



আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু যায় উৎসবমুখর পরিবেশ। নতুন বই, ইউনিফর্ম ও হয়েছে। সোমবার ব্যাগ হাতে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের আনন্দে মুখের সকাল থেকেই হয়ে ওঠে কুল চত্বর। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দেখা



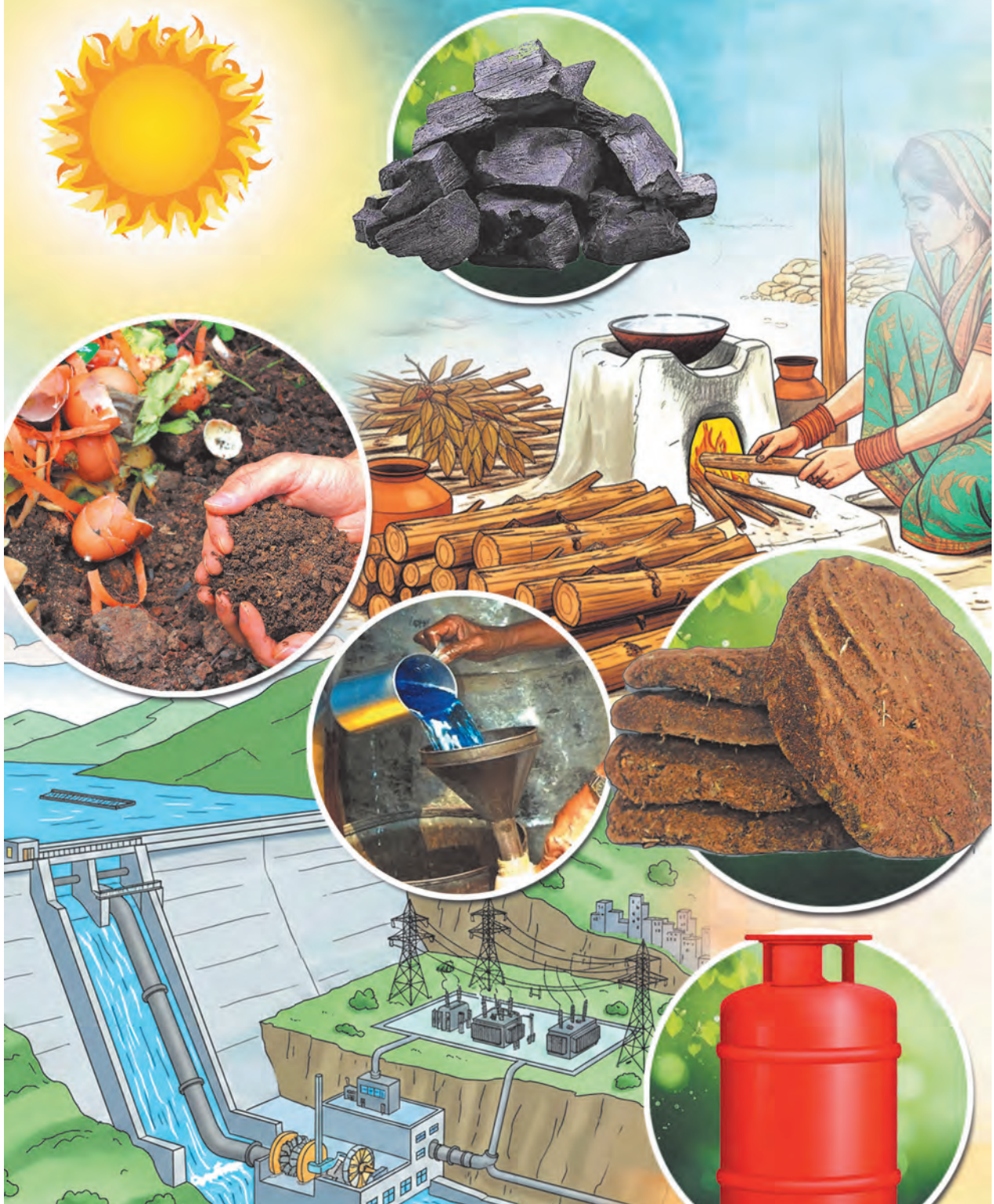
পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের সংবাদপত্রটি পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং সংবাদপত্রটি উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? ছবিটি কোন বিষয়ে? • এ ধরনের সংবাদ পত্র তোমরা কোথাও আর দেখেছ কি? কোথায় দেখেছ? এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীদের বাচাল করবেন এবং শিক্ষার্থীদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন- যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সাহজিক ভাবে কথা বলতে পারে। সংবাদ পত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।



দেখো ও বলো :



১৬. শক্তির উৎস





পাঠন পরামর্শ : • শিক্ষার্থীদের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করাতে বলবেন। • ছবির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। • ছবি সম্পর্কে দলগতভাবে চর্চা করে তথ্য বলতে বলবেন। শিক্ষক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য অনুপূরক অধ্যাপন পদ্ধতির ব্যবহার করবেন। তারা যে পদ্ধতিতে ব্যক্ত হতে পারে সেই পদ্ধতিতে ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেবেন। তাদের দিকে বিশেষ নজর রেখে উৎসাহ বৃদ্ধি করবেন।



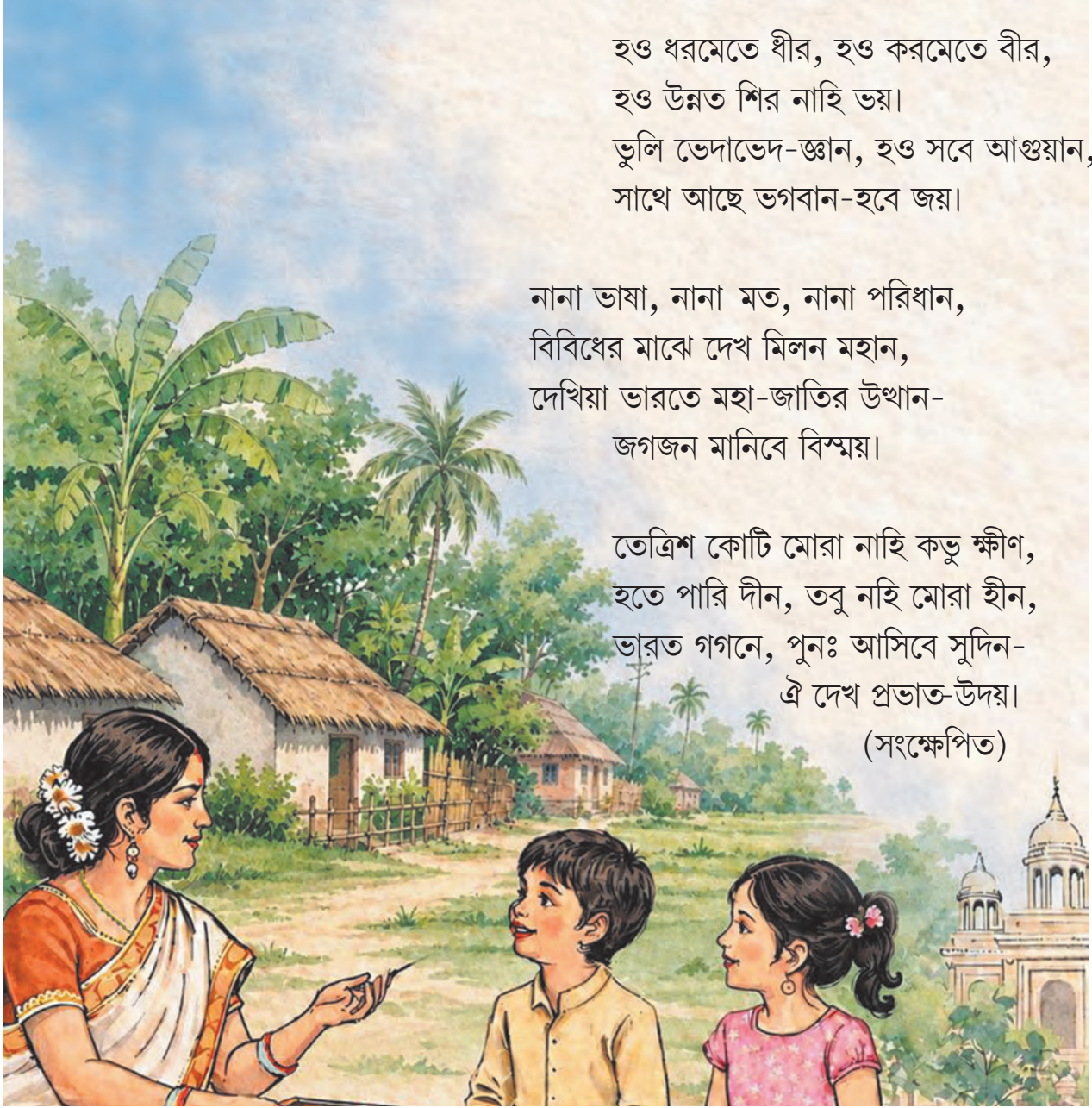
শোনো ও বলো :



১৭. ভারত সঙ্গীত



অতুলপ্রসাদ সেন



হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত শির নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান-হবে জয়।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান-
জগজন মানিবে বিস্ময়।

তেত্রিশ কোটি মোরা নাহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারত গগনে, পুনঃ আসিবে সুদিন-
ঐ দেখ প্রভাত-উদয়।
(সংক্ষেপিত)

পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাইসূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন। • কবিতার মূল ভাব বুঝিয়ে বলবেন। ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার করে কবিতাটি গায়ন করাবেন।



নীচের শব্দগুলির সমার্থক শব্দ কবিতা থেকে খোঁজ করে লেখো।

- | | |
|------------------|-----------------|
| অ) মাথা | ব) অগ্রসর |
| ক) পোশাক | ড) উন্নতি |
| ই) আশ্চর্য | ফ) ভোর |



নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় বলো।

- অ) আমাদের কী ভাবে আগুয়ান হতে হবে?
 ব) মিলন মহান কোথায় দেখা যায়?
 ক) সুদিন কোথায় আসবে?
 ড) কবি কিসে বীর হতে বলেছেন?



নীচের ছবিটি দেখে তার বর্ণনা ও শিরোনাম লেখো।



শিরোনাম :-

.....

.....

.....



কবিতা থেকে অপরিচিত শব্দ খুঁজে লেখো।

.....



নীচে দেওয়া শব্দের বিপরীত শব্দ খোঁজ করে লেখো।

যেমন- ধীর × অধীর

অ) বীর × ব) জ্ঞান ×

ক) উন্নত × ড) ক্ষীণ ×



সঠিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্যগুলি পুনরায় লেখো।

অ) ছেলেটি বললে এটি হবে ছয় ভুল করে লিখেছে পাঁচ

.....

.....

ব) দেখো বাবা মিথ্যে বলেননি সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে

.....

.....



নীচে দেওয়া আমন্ত্রণ পত্রটির কার্যকলাপ পূর্ণ করো।





নীচে দেওয়া অনুচ্ছেদটি পড়ে একটি সংলাপ তৈরী করো ও তার শিরোনাম দাও।



গাছ আমাদের জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য দরকার। গাছ পরিবেশকে শীতল করে রাখে এবং বাতাসকে বিশুদ্ধ করে। গাছ থেকে আমরা ফল, ফুল, পাতা ও কাঠ পাই। বড় বড় গাছ আমাদের ছায়া দেয়। আমাদের গাছ লাগানো এবং তার যত্ন নেওয়া উচিত। এই কথা আলোচনা করতে করতে মোহন আর মিনা বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলো।

শিরোনাম :-

মোহন :

মিনা :

..... :

..... :

..... :

..... :



ভারত সঙ্গীত এই কবিতা পড়ে তুমি যা বুঝলে তা তোমার নিজের ভাষায় বলো।



তোমার শ্রেণীকক্ষে বালিকা দিন পালন করা হবে, বালিকা দিন এ বিষয়ে ৮ থেকে ১০টি লাইনের বক্তৃতা তৈরী করো।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠন পরামর্শ : বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভায় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ীন অনুষ্ঠানে, বিশেষ দিন পালন করার সময়, সুবিচার বলা ও কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবেন।



পড়ো ও বোঝো :



১৮. বনভোজন



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



সেদিন তাহার দিদি দুর্গা চুপি চুপি বলিল- চড়ুইভাতি করবি অপু? নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারে খানিকটা বন, দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিস্কার করিয়া ভাইকে বলিল, দাঁড়িয়ে দ্যাখ, তেঁতুলতলায় মা আসছে কিনা? আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শিগগির ক'রে।

চারদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মতো ছোট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল, এই দ্যাখ অপু, কত বড়ো বড়ো মেটে আলুর ফল নিয়ে এসেছি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো...

অপু মহা উৎসাহে শুকনো লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। অপু এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারি রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে-ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল - পাতার লুচি! চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ির উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল, বিনির গলা যেন-নিয়ে আয় তো অপু। একটু পরে অপু পিছন পিছন দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল। একটু হাসিয়া, যেন কতকটা সাম্রমের সুরে বলিল— কি হচ্ছে দুর্গা দিদি? দুর্গা বলিল—আয়না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্ছি, বোস।

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে। পরনে আধময়লা শাড়ি, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধে। বিনি দুর্গার ফরমাইসে খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কিনা-এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল— বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখতো-আগুনটা জ্বলছে না ভালো।

বিনি তখনই কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল এতে হবে দুর্গা দিদি না আরো আনবো? দুর্গা তখন বলিল বিনি এসেছে ওতো এখানে খাবে আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু। বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কি-কি তরকারি দুর্গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে ঠিক একবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মতো রং হচ্ছে, দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বনভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুনভাজা সম্ভবপর হইবে। তাহারা পরম আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে। শুধু ভাত আর বেগুনভাজা। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে-কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে— বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন?

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে অদ্য একেবারে বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষে মেটে আলুর ফল ভাতে ও পানসে আধপোড়া বেগুনভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল।

আজকের আনন্দ! ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ! অপু বলিল— মাকে কি বলবি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর কোনোদিন বনভোজন করবো কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো? অপু বলিল হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়াতে আসে, দেখেতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি।

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

পাঠন পরামর্শ : ● পাঠের অন্তর্ভুক্ত ছবিটি পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ● পাঠের সরব পাঠন করাবেন এবং গল্পের সারকথা নিয়ে চর্চা করবেন। ● এধরনের জানা অন্য গল্প শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করবেন। ● গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া গেল, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বলার জন্য সুযোগ দেবেন। ● প্রতিটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অনুযায়ী পাঠ্যাংশের ঘটনার উপর ভিত্তি করে ৪টি থেকে ৫ টি কৌতূহলী প্রশ্ন তৈরী করতে বলবেন। ● শিক্ষার্থীদের বনভোজন ও ক্ষেত্র পরিদর্শন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন।



শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

- অ) খানিকটা পরে বিনি আনিয়া দিল।
- ব) দাঁড়িয়ে দ্যাখ, তেঁতুলতলায় আসছে কিনা?
- ক) পুঁটিদের একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে।
- ড) ভাত নামাইয়া দুর্গা দিয়া বেগুন ভাজে।
- ই) তাহারা পরম খাইতে বসে।



বনভোজনে আনন্দ বেশি না, বাড়ির ভালো খাবারে আনন্দ বেশি? নিজের মতামত যুক্তিসহ বলো।



পাঠে ঘটিত ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে নম্বর দাও।

- দুর্গা অপুকে তেঁতুলতলায় পাহারা দিতে বলে। ☐
- ছোট মাটির হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়িয়ে দেয়। ☐
- দুর্গা চুপি চুপি অপুকে চড়ুইভাতি করার প্রস্তাব দেয়। ☐
- রান্নার মাঝখানে বিনির ডাক শোনা যায়। ☐
- অপু শুকনো লতা-কাঠ কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। ☐
- দুর্গা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটি রেখে দেয়। ☐



চর্চা করো :

বনভোজন করার জন্য যে সব জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা বানাও।



বনভোজন পাঠটি পড়ে তোমার মনে যে অনুভূতি জেগেছে তা নিজের ভাষায় বলো।



তোমার পরিবারে কে কতগুলি ভাষায় কথা বলতে পারে তার তালিকা বানাও।

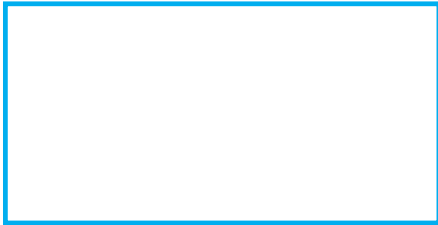
অ. ক্র	পরিবারের সদস্যের নাম	সম্পর্ক	জানা ভাষার নাম
১.			
২.			
৩.			
৪			

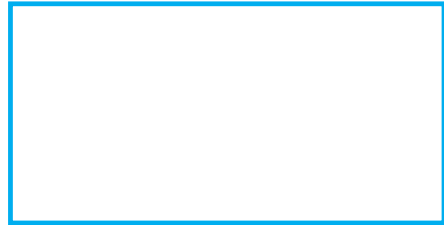


‘ভাষাদিবস’ উপলক্ষে একটা চিত্র বানাও ও রং করো।



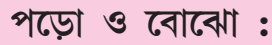
মহাপুরুষের ছবি সংগ্রহ করে আঠা দিয়ে লাগাও ও নীচে তাদের নাম লেখো।











আমাদের কাগজের থলে ব্যবহার করা উচিত— যাতে পৃথিবী দূষণমুক্ত হয়। প্লাস্টিক দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু সহজ উপায় করা যায়।

যেমন:-

১. প্লাস্টিকের থলে ব্যবহার না করে কাপড়ের থলে ব্যবহার করা। দোকানদারকে প্লাস্টিকের থলে দিতে নিষেধ করা।
২. স্টিল বা কাঁচের বোতলে জল পান করলে প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার কম হবে।
৩. পেয় পদার্থের জন্য কাগজ বা ধাতু স্ট্র ব্যবহার করা।
৪. প্লাস্টিকের বাসনের ব্যবহার কম করে ঘরে স্টিল বা কাঁচের বাসন ব্যবহার করা।
৫. প্লাস্টিকের সঠিকভাবে রি-সাইক্লিং করলে



দূষণ কম হবে।

৬. প্লাস্টিক মুক্ত জিনিসের চয়ন করা।

উপরের এই উপায়গুলি করে প্লাস্টিকের দূষণ কম করা যায় এবং প্রকৃতিকে রক্ষা করা যায়।

প্রবাদ বাক্য

- অমিত গান গাইতে জানত না। সে অজুহাত দেখাতে শুরু করলো। সে বললো “আমার গলা ব্যথা করছে, গানটা আমার মনে নাই।” একেই বলে!- ‘নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা’
- রামলালের মুরগিটা প্রতিদিন একটা করে ডিম পাড়ছিলো। রামলাল ভাবলো মুরগিটার পেট চিরে ফেললে অনেকগুলো ডিম পাওয়া যাবে। সে তাই করলো। কিন্তু পরিণাম উল্টো হলো মুরগিটা মারা গেলো, রামলাল একটাও ডিম পেলো না। তাই বলে- “অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।”

পাঠন পরামর্শ : ● শিক্ষার্থীদের সঠিক আরোহ অবরোহের সাথে পড়তে বলবেন। প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। প্লাস্টিক দূষণের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে বলবেন। প্লাস্টিক দূষণের পরিণাম বুঝিয়ে বলবেন। পরিবেশ দূষণমুক্ত করার উপায় বুঝিয়ে দেবেন। পাঠের সম্বন্ধে ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিজস্ব মতামত জিজ্ঞাসা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে পাঠের সারকথা বলতে বলবেন।



শোনো ও বলো

- ক) পরিবেশ কেনো ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে?
- খ) কী করলে পরিবেশ সুরক্ষিত থাকবে?
- গ) প্লাস্টিকের বদলে আমরা কী কী ব্যবহার করতে পারি?
- স) দূষণ মুক্তির দুটি উপায় বলো।



পরিণাম লেখো।

- অ) প্লাস্টিকের বেশি ব্যবহার করা
- ব) নদী ও সমুদ্রে প্লাস্টিক ফেলা



ছবি দেখে পাঁচ ছয়টি বাক্য বলো।



নীচের শব্দ থেকে সঠিক বানানটি বেছে লেখো।

- | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| অ) প্রাকৃতিক | প্রকৃতিক | প্রাকৃতীক | |
| ব) প্লাস্টীক | প্লাস্টিক | প্লাসটিক | |
| ক) দূষণ | দূষন | দুষণ | |
| ড) পরিবেস | পরিবেষ | পরিবেশ | |



নীচে দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

দামি × মরণ ×
অনুচিত × অধাতু ×



শ্রেণীকক্ষে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মোবাইল ফোনের লাভ এবং ক্ষতি সম্পর্কে কয়েকটি বিন্দু লেখো।

.....

.....

.....

.....



নীচে দেওয়া তালিকায় কালের সূচনা অনুযায়ী বাক্য লেখো।

কাল	বাক্য
অতীত কাল	
বর্তমান কাল	
ভবিষ্যৎ কাল	



উপসর্গ ও প্রত্যয় দিয়ে দুটি করে নতুন শব্দ তৈরী করো।

উপসর্গ	শব্দ	প্রত্যয়	শব্দ
সু	,	বান	,
প্র	,	অন্ত	,



পড়ো, বোঝো ও লেখো



* শব্দ খাঁধা



নীচের শব্দ খাঁধা পড়ো ও সমাধান করো

পশাপাশি:

উপর নীচে:

১. পেট আছে পিঠ নেই, মুখ আছে জিভ নেই।
জিনিস।
২. সারা গায়ে মুখ, খেতে বড়ো সুখ।
৪. চোখ আছে কান নাই, হাত আছে প্রাণ নাই।
৮. ‘ভালো খবর’- এর সমার্থক শব্দ।
৭. গাছের ডাল

১. যুদ্ধক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করা
৩. রুটি জাতীয় খাবার।
৫. ঘরের ভেতরে ঘর সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়।
৬. কোন সুখে সুখ নেই।
৯. ধ্বনি এর সমার্থক শব্দ।



	১				২	৩
	৪				৫	
৬					৭	
৮			৯			

(এলোমেলো উত্তরঃ লকসী, লুআ, চিলু, বকচ, শমাচ, মরিশা, খাশা, খেঅসু, বরখসু, বর)



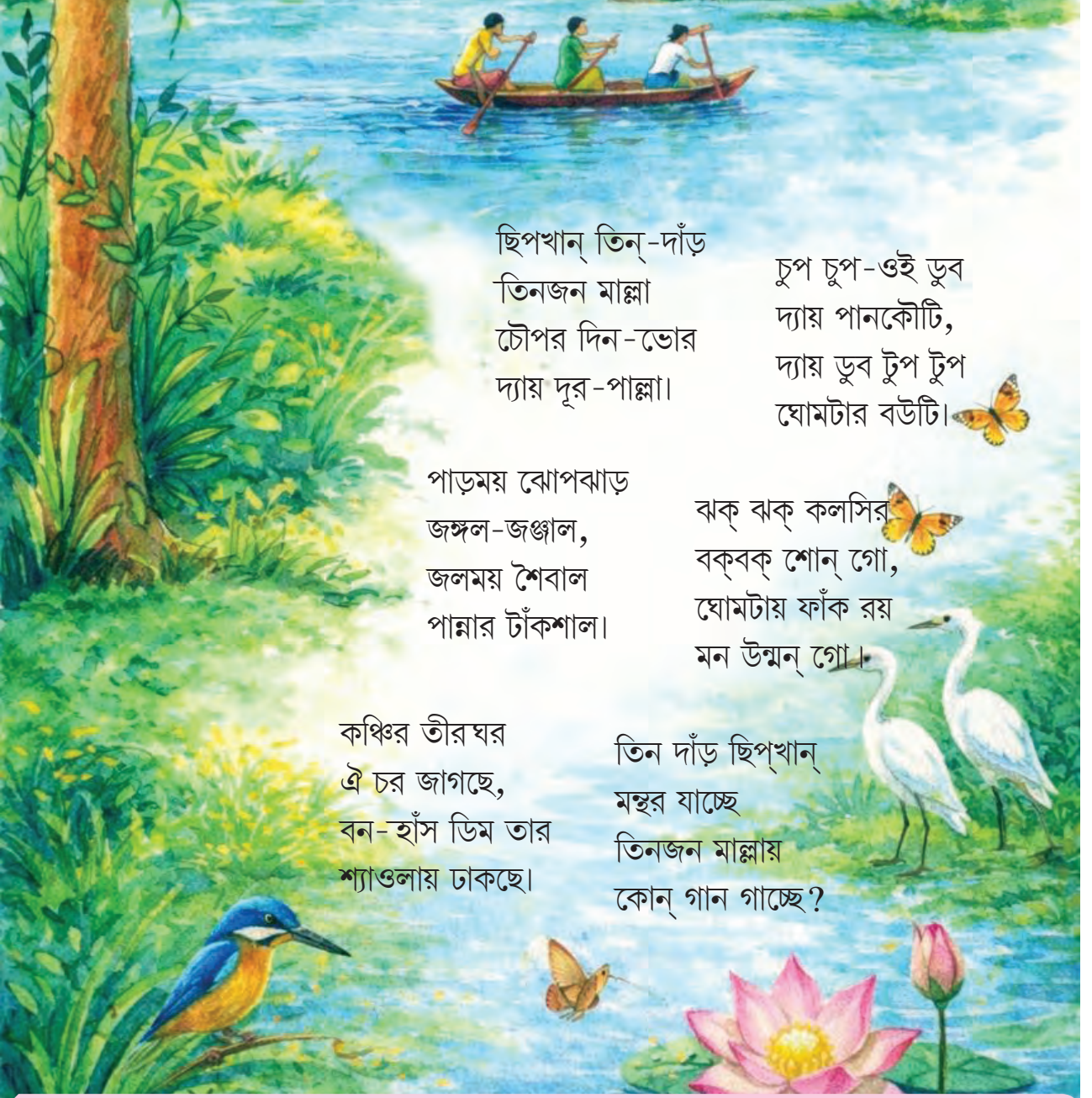
শোনো ও বলো :



২০. দূরের পাল্লা



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



ছিপখান্ তিন্-দাঁড়
তিনজন মাঝা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

চুপ চুপ-ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল-জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পাল্লার টাঁকশাল।

ঝক্ ঝক্ কলসির
বক্ বক্ শোন্ গো,
ঘোমটায় ফাঁক রয়
মন উন্মন গো।

কঞ্চির তীরঘর
ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

তিন দাঁড় ছিপখান্
মন্তর যাচ্ছে
তিনজন মাঝায়
কোন্ গান গাচ্ছে?

পাঠন পরামর্শ : • উপযুক্ত ভাব, অঙ্গভঙ্গি, লয় ও তালসহ কণ্ঠস্বরে কবিতাটি আবৃত্তি করাবেন। এক এক বা দুই দুই পংক্তি করে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আবৃত্তি করতে বলবেন। • ছবিতে যা যা দেখা যায় তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে বলবেন। • শিক্ষার্থীরা কবিতাটি উচিত লয় ও তালসহ আবৃত্তি করে কিনা, এটা যাচাই সূচীর মাধ্যমে যাচাই করবেন। • কবিতাটি দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে চর্চা করতে বলবেন।



শব্দের অন্তিম ধ্বনি দিয়ে নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরী করো।

শব্দ	নতুন শব্দ	নতুন শব্দ	নতুন শব্দ
জিপ	পথ	থলে	লেখো
ভোর			
শৈবাল			
ডুব			



চর্চা করো :

- জলে নৌকা কেন ডোবেনা, বলো।
- এই কবিতায় কবি বিশেষ ভাবে কোন বিষয়ে বর্ণনা করেছেন?
- নৌকা তৈরী করতে কী কী জিনিসের দরকার হয়?
- মাঝিদের জীবন যাত্রা কেমন থাকে?



কবিতা থেকে হৃন্দবদ্ধ শব্দগুলি খুঁজে পড়ো ও লেখো।

যেমন - মাঝা - পাঝা

- চুপ চুপ
- শৈবাল
- জাগছে
- পান কৌটি
- ঝক্ ঝক্
- যাচ্ছে



নীচের শব্দগুলির মধ্যে যুক্তবনের্ণের শব্দগুলি উচ্চস্বরে পড়ে সেই শব্দটি গোল করো এবং খাতায় লেখো।

দাঁড়	মাঝা	ভোর	দ্যায়	ঝোপঝাড়	জঙ্গল
জঞ্জাল	শৈবাল	পান্নার	টাকশাল	কঞ্চির	বনহাঁস
শ্যাওলা	বউটি	উন্মন	মহুর	যাচ্ছে	গাচ্ছে



বিপরীত শব্দ লেখো।

দূর × দেয় ×
মহুর × যাচ্ছে ×



এক কথায় উত্তর দাও।

- ছিপখানায় কতজন মাঝা ছিল?
- বনহাঁস কি দিয়ে তার ডিম ঢাকছিল?
- পানকৌটি চুপিচুপি কি করছিল?
- মাঝারা কি ভাবে নৌকা চালাচ্ছিল?



নীচে দেওয়া শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ অনুসারে তালিকা তৈরী করো।

(ছেলে, বাঘিনী, দেবী, রাজা, কবি, মেয়ে, শিক্ষিকা, রাণি, শিক্ষক, বন্ধু, গায়ক)

স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	



লিঙ্গ সনাক্ত করে মূল শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করে লেখো ও পড়ো।

শব্দ	লিঙ্গ	বাক্য
মাল্লা	পুরুষ লিঙ্গ	মাল্লা গান গেয়ে দাঁড় টানে।
বউ		
জল		
পানকৌটি		



একই শব্দ যুক্ত করে নতুন অর্থপূর্ণ শব্দ লেখো।

যেমন: চুপ চুপ

-
-
-
-



সমার্থক শব্দ লিখে মূল শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করো।

শব্দ	অর্থ	বাক্য রচনা
চৌপর	চারপ্রহর	
শৈবাল		
মন্তুর		



কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

ছিপ্খান্ তিন্-দাঁড়

.....মাল্লা

চৌপর দিন-ভোর

.....পাল্লা।

চুপ চুপ-ওই ডুব

দ্যায়

দ্যায় ডুব টুপ টুপ

ঘোমটার ।

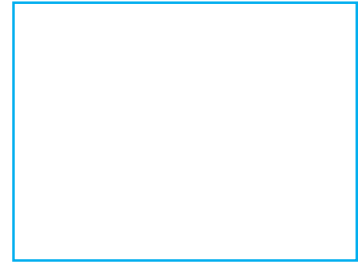
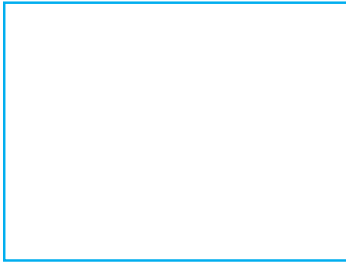
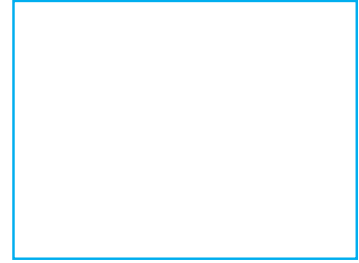
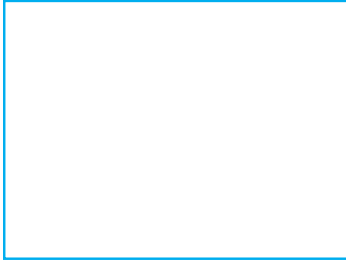


নীচের উপসর্গ ও প্রত্যয় ব্যবহার করে শব্দ লেখো।

উপসর্গ	শব্দ	প্রত্যয়	শব্দ
স		ইক	
পরি		তি	



ধাঁধা খোঁজ করে নীচের বাক্সে লাগাও।



নীচের শব্দগুলির সম্পর্কিত শব্দ লেখো।





নীচের ছবিটি দেখে তার বর্ণনা তোমার নিজের ভাষায় লেখো।



.....

.....

.....

.....

দেখো, পড়ো ও বোঝো।



নীচের তালিকা পড়ো ও বুঝে নাও।

দেবনাগরী লিপির শব্দ	ইংরেজি লিপিতে রূপান্তর
কাজল	Kajal
কলম	Kalam
ভারত	Bharat
আলমারি	Almari
বই লেখক	Bai Lekhak

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমাকে অনুচিত ভাবে ছোঁয় অথবা স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।
২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।
৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমাকে অনুচিত ভাবে স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।



এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরনের সমস্যাজড়িত ছেলে বা মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।



চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।



এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

শিক্ষার্থীদের তাদের বয়স অনুযায়ী শারীরিক এবং মানসিকভাবে সঠিক স্পর্শ এবং ভুল স্পর্শ চেনার জন্য দিকনির্দেশনা করবেন।

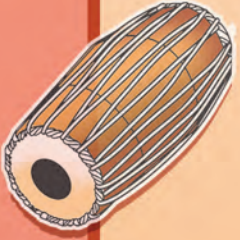
राज्यगीत



जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥धृ॥



भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥



काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे-४११००८

बालभारती इयत्ता चौथी (बंगाली माध्यम)

₹ 69.00

